রাঁচি, মঙ্গলবার
12:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>326 >>25 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২৬ >> << ২৫শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

বন্যায় গবাদিপশু মারা যাওয়ার পর সংক্রামক রোগের সতর্কবার্তা দিয়েছে গ্রিস

প্লামাস ঃ মধ্য গ্রীসে শক্তিশালী ঝড় ড্যানিয়েলের কারণে আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত এলাকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২তে দাঁড়িয়েছে এবং এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। থেসালি এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃত গবাদি পশুর সংস্পর্শে থাকা লোকেদের সংক্রামক রোগব্যাধি সম্পর্কে সতর্ক করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাচ্ছেন স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। রবিবার, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পশুচিকিৎসা কর্মকর্তারা বলেন, তারা মৃত গবাদি পশু সংগ্রহের জন্য কয়েক ডজন বিশেষ ক্রু মোতায়েন করেছেন, পচনশীল মৃতদেহগুলিকে পোড়ানোর জন্য বিশেষ দহনচুল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কয়েক ডজন গ্রাম ও জনপদ এখনও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আছে... সবগুলো এলাকায়ই বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনবিহীন, এবং প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা আরও বাড়ছে। পাবলিক টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে দেশটির ডেপুটি হেলথ মিনিস্টার ইরিনি আগাপিদাকিশে বলেছেন, মৃত গবাদিপশু পরিষ্কার করার দায়িত্ব শুধু কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 67127.08 +528.17
NIFTY : 19996.35 +176.40

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .55 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .34 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের লক্ষ্যে সেনা মোতায়েন করেছে ফ্রান্স, অভিযোগ নিজার জান্তার

নিজার (এজেন্সী) ঃ পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক জোট ইকোওয়াসের সাথে সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে, পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে ফ্রান্স সৈন্য মোতায়েন করেছে বোলে রবিবার অভিযোগ করেছে নিজারের জান্তা। রবিবার রাতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে পঠিত এক বিবৃতিতে জান্তা তাদের ভূখণ্ড থেকে ফরাসি সৈন্যদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য আবার আহ্বান জানিয়েছে। গত ২৬শে জুলাই প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুমকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে, দেশটির সাথে এক সময়ের মিত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিবৃতিতে ফ্রান্সের এই আক্রমনাত্মক, গোপনীয় এবং অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মতামতের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। প্যারিস জান্তাকে অবৈধ ঘোষণা করার পর থেকে, নিজার এবং এর সাবেক উপনিবেশকারী ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। জান্তার সর্বশেষ মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, আমরা অভ্যুত্থানকারীদের বক্তব্যের কোনো বৈধতা স্বীকার করি না। নিজারে মোতায়েনকৃত প্রায় ১,৫০০ ফরাসি সৈন্যের বিষয়ে ম্যাক্রোঁ বলেছেন, তাদের মোতায়েনের বিষয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র বাজুমের সাথে সমন্বয় করেই নেওয়া হবে। ভারতে জি২০ নেতাদের দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ম্যাক্রোঁ বলেছেন, যদি আমরা কখনও পুনরায় সেনা মোতায়েন করিও... শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট বাজুমের অনুরোধেই তা করব। তবে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য শেষ পদক্ষেপ হিসেবে, বল প্রযোগের আঞ্চলিক প্রস্তাবের অংশ হিসেবে ফ্রান্স পশ্চিম আফ্রিকার অন্যত্র সেনা মোতায়েন করছে এমন অভিযোগের বিষয়ে তিনি সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান আঞ্চলিক ব্লক ইকোওয়াস নিজারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য একটি তথাকথিত স্ট্যান্ডবাই বাহিনী সক্রিয় রেখেছে, পাশাপাশি কূটনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনাও চলছে।

আফগানিস্তানে দ্রুততম হারে মেথ উৎপাদন বেড়েছে, বলছে জাতিসংঘ

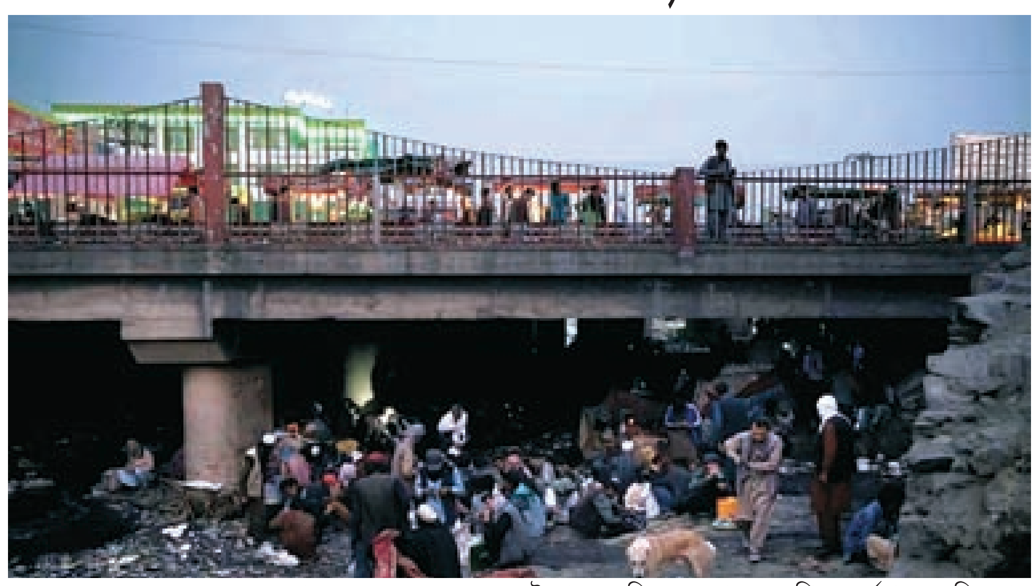

জেনেভা ঃ জাতিসংঘের ড্রাগ এজেন্সির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল মেথামফেটামিন উৎপাদনকারী দেশ। দেশটি একটি প্রধান আফিম উৎপাদনকারী এবং হেরোইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও তালিবান ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতায় ফিরে আসার পরে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর জানিয়েছে, আফগানিস্তানে মেথ মূলত বৈধভাবে প্রাপ্ত পদার্থ থেকে তৈরি । বনে বেড়ে ওঠা এফেড্রা উদ্ভিদ থেকেও আহরণ করা হয়।

প্রতিবেদনে আফগানিস্তানের মেথ উৎপাদনকে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি বলে অভিহিত করা হয়েছে । এটি সিন্থেটিক ড্রাগের বাজার এবং জ্বালানী আসক্তিকে ব্যাহত করতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পূর্ব আফ্রিকাতে আফগানিস্তান থেকে আসা সন্দেহভাজন মেথ জব্দের খবর পাওয়া গেছে । প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের অভ্যন্তরে বার্ষিক মেথ জব্দের পরিমাণ ২০১৯ সালে ১০০ কিলোগ্রামেরও কম ছিল। ২০২১ সালে তা বেড়ে প্রায় ২,৭০০ কিলোগ্রাম হয়েছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

ইউএনওডিসির রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস শাখার প্রধান অ্যাঞ্জেলা মি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, আফগানিস্তানে হেরোইন বা কোকেইন উৎপাদনের চেয়ে মেথ তৈরির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল মতিন কানি বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, তালিবান শাসিত সরকার আফগানিস্তানে সব ধরনের মাদকদ্রব্যের চাষ, উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

তিনি জানান, কর্তৃপক্ষ ৬৪৪টি কারখানা এবং প্রায় ১২ হাজার একর জমি ধ্বংস করেছে যেখানে নিষিদ্ধ মাদক চাষ, প্রক্রিয়াকরণ বা উৎপাদিত হতো। তাছাড়া পাঁচ হাজারেরও বেশি অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নভেম্বরে প্রকাশিত জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, তালিবান ক্ষমতা দখলের পর থেকে আফিম চাষ আগের বছরের তুলনায় ৩২ বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০২২ সালের এপ্রিলে কর্তৃপক্ষ আফিম চাষ নিষিদ্ধ করার ঘোষণার পরে আফিমের দাম বেড়েছে। আফিম বিক্রি থেকে কৃষকদের আয় ২০২১ সালে ৪২.৫ কোটি ডলার থেকে তিনগুণ বেড়ে ২০২২ সালে ১৪০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে কর্তৃপক্ষ আফিম চাষ নিষিদ্ধ করার ঘোষণার পরে আফিমের দাম আরও বেড়েছে। আফিম বিক্রি থেকে কৃষকদের আয় ২০২১ সালে ৪২৫ মিলিয়ন ডলার থেকে তিনগুণ বেড়ে ২০২২ সালে ১.৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

চীনের অশান্ত জিনজিয়াংয়ে রাষ্ট্রসমর্থিত পর্যটনের বিকাশ

বেইজিং ঃ অশান্ত জিনজিয়াংকে পর্যটন স্বর্গে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা চলছে। এর পথ ধরেই পুরাতন কাশগরের বাজারগুলোর কাবাবের দোকানগুলোতে চীনা পর্যটকদের ভীড় বেড়েই চলেছে। উইঘুরের পণ্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে সেখানে পর্যটন চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা চলছে। কাশগর ছিল প্রাচীন সিল্ক রোডের এক মরুদ্যান। সম্প্রতি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেইজিংয়ের সন্ত্রাসবিরোধী ঢালাও অভিযানের সময় প্রথম সারিতে ছিল এই অঞ্চল। শহরটির উপকণ্ঠকে এক সময়ে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি ভোকেশনাল স্কুল নামে অভিহিত করতো । কিন্তু পশ্চিমা গবেষকরা এটিকে মুসলমানদের জন্য বিচারবহির্ভূত আটক শিবির হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্র একে দেশটির গণহত্যার নীতির সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করছে। উইঘুর ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রার উপর বছরের পর বছর ধরে আক্রমণের পরে, বর্তমানে এই অঞ্চলে সরকার দেশি এবং বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। তারা তাদের সংস্কৃতির একটি রাষ্ট্রঅনুমোদিত সংস্করণ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সেখানে অর্থ ব্যয় করছে। সম্প্রতি এএফপির সাংবাদিকরা পুরাতন কাশগর পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন, হাজার হাজার পর্যটক রাস্তার পাশে সিল্ক স্কার্ফ ও গরম নান বিক্রির দোকানগুলিতে ভিড় জমিয়েছেন। অন্যান্য দর্শনার্থীদের দেখা যায়, হাল্কাহলুদ ঈদ কাহ মসজিদের সামনে সেলফি তুলছেন। চীনের হান সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃগোষ্ঠীর সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় উইঘুর ট্যুর গাইড দর্শনার্থীদের বলেন, পুরোনো শহরটি কাশগারের হৃদয় এবং আত্মা, যার দীর্ঘ ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং অনন্য স্থাপত্য রয়েছে। কয়েক বছর আগে উইঘুর নারীদের মাথায় কাপড় দেওয়া এবং পুরুষদের লম্বা দাড়ি বাড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী পোশাকই এখানে জনপ্রিয় । বিস্তৃত এই বাজার, যেখানে হাজার হাজার ব্যবসায়ী একসময় কাপড়, মশলা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করত, গত বছর কর্তৃপক্ষ তা ধ্বংস করে দেয় বলে জানা গেছে। সরকারের উন্নয়ন অভিযানের অংশ হিসাবে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে পুরানো শহরটির বেশিরভাগ অংশ ভেঙে ফেলা হয় এবং কিছু অংশ পুনর্নির্মাণ করা হয়।

আমিনির মৃত্যুবার্ষিকীতে 'দাঙ্গার পরিকল্পনা করার' অভিযোগে ইরানে ছয়জন গ্রেপ্তার

তেহরান ঃ পুলিশি হেফাজতে তরুণী মাহসা আমিনির মৃত্যু বার্ষিকীর এক সপ্তাহ আগে, দাঙ্গার পরিকল্পনা করার অভিযোগে, ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইরানের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম শনিবার জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতরা দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভের পরিকল্পনা করছিল। ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে নারীদের জন্য কঠোর পোশাকের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে, তেহরানে গ্রেপ্তার হওয়ার পর, গত বছর ১৬ সেপ্টেম্বর, ইরানী কুর্দি তরুণী আমিনি মারা যায়। সরকারী বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, কোহগিলুয়েহ এবং বোয়ারআহমাদ প্রদেশের গোয়েন্দা সংস্থা, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) সামাজিক মাধ্যমের পাঁচটি পেজ ব্লক করে দিয়েছে এবং এসবের নেপথ্যে থাকা ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সন্দেহভাজনদের নামপরিচয় প্রকাশ না করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তিরা গত বছরের দাঙ্গার সময় সক্রিয় ছিল এবং তাদের অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, গত বছরের দাঙ্গার বার্ষিকীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য শত্রুদের প্রচেষ্টার সাথে সাথে, এই পাঁচটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজের এডমিনরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য সমাবেশের পরিকল্পনা করছিল। আমিনির মৃত্যুর পরের মাসগুলিতে ইরান জুড়ে বিক্ষোভে কয়েক ডজন নিরাপত্তা কর্মীসহ কয়েকশ' লোক নিহত হয় এবং বিদেশী প্ররোচিত দাঙ্গা হিসাবে চিহ্নিত করে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আইআরজিসি এবং তেহরানের গোয়েন্দা মন্ত্রকের ইউনিটগুলি ঘোষণা করে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে দাঙ্গা উসকে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত একটি নেটওয়ার্কের 'সন্ধান পেয়ে তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ' করে দিয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরই সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলি ঘটে।

বুধবার জারি করা এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত নেটওয়ার্কের সদস্যদের বিরুদ্ধে, উত্তেজনা ও নতুন করে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য দাঙ্গাবাজদের জন্য একটি এজেন্ডা প্রস্তুত ও উপস্থাপন করার প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বাকস্বাধীনতা নরেন্দ্র মোদী সাধারণত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন না

মোদী বাইডেন বৈঠকে উঠেছে মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা প্রসঙ্গ

নয়া দিল্লি ঃ নতুন দিল্লিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলন চলাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে মানবাধিকার এবং বাকস্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লিতে সপ্তাহান্তে জি টোয়েন্টি সম্মেলন চলাকালে সাংবাদিকেরা কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি বাইডেনকে। ভারতের স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনকে আগেই জানিয়েছিল যে, সম্মেলন চলাকালে কোনো বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না বাইডেন।

কিন্তু ভারত সফর শেষে ভিয়েতনামে গিয়ে হ্যানয়ে রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন জানান যে, মোদীকে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মুক্ত গণমাধ্যমের গুরুত্বের কথা তিনি বলেছেন। ''বরাবরের মতোই আমি একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে মানবাধিকারকে সম্মান করা এবং সুশীল সমাজ ও মুক্ত গণমাধ্যমের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা মোদীর সামনে তুলে ধরেছি,'' বলেন বাইডেন।

পাশাপাশি দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নেয়াসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জি টোয়েন্টি সম্মেলন আয়োজনের জন্য ভারতকে ধন্যবাদ দিতেও ভোলেননি তিনি।

এদিকে, ভারতে স্ক্রল ইন লিখেছে, ''মার্কিন প্রেসিডেন্টের নতুন দিল্লি সফরকালে গণমাধ্যমকে 'বেটার এক্সেস' দেওয়ার ওয়াশিংটনের অনুরোধ গত সপ্তাহে নাকচ করে দেয় নতুন দিল্লি। তখন বলা হয়েছিল, মার্কিন প্রেসিডেঃট ভিয়েতনামে সংবাদ সম্মেলন করবেন।''

ভারতের প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্র মোদী সাধারণত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন না। গতবছর তার বার্লিন সফরের সময় এই নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল। তবে গত ২৩ জুন হোয়াইট হাউসে বাইডেনের সঙ্গে সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হন তিনি। সেসময় তাকে তার দেশে সংখালঘুদের প্রতি বৈষম্যসহ নানা অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল।

ফিরহাদ হাকিম এবং অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ধুপগুড়িতে একটি খোলা হুডড জিপে রোড শো

জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচার এখন চূড়ান্ত পর্বে প্রবেশ করেছে। স্পষ্টতই, শহরের সমস্ত দলের প্রবীণ নেতারা, এমনকি সাংসদ এবং বিধায়করা নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন। নির্বাচনের শেষ রবিবার, ধূপগুড়ির রাস্তাগুলি দিনভর বিভিন্ন দলের সুসজ্জিত মিছিলে মুখরিত। এর অধীনে তৃণমূলের তরফে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং অভিনেত্রী ও সাংসদ মিমি চক্রবর্তী খোলা হুড নিয়ে একটি জিপে শহরে রোড শো করেন। তেরঙা বেলুন নিয়ে র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। ধূপগুড়ি নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে রবিবার রোড শোতে অংশ নিয়েছিলেন ববি হাকিম এবং মিমি চক্রবর্তী।

সাপের কামড়ে এক মৃৎশিল্পীর মৃত্যু হলো

মালদা ঃ সাপের কামড়ে এক মৃৎশিল্পীর মৃত্যু হলো। মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অমৃতি অঞ্চলের বড়ো মোহনপাড়া গ্রামের মিঠুন রবিদাস(৩৬) বাড়ির কাছেই যেখানে তিনি ঠাকুর বানাতেন সেখানে তিনি কাজ করতে করতে রাতে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোর রাতে সাপের ছোবলে ঘুম ভাঙ্গে। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করে মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন আজ সকালে চিকিৎসা চলাকালিন তাঁর মৃত্যু হয়। এই বছর আসন্ন দুর্গা পুজোতে প্রতিমা বানানোর প্রচুর পরিমাণ বরাত পান মিঠুন। রাতদিন এককরে কাজ করছিলেন। প্রতিদিনের মত গতকাল সন্ধ্যা থেকে প্রতিমা বানাচ্ছিলেন মিঠুন। ক্লান্ত হয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। ঘাড়ের কাছে বিষাক্ত সাপ ছোবল দেয়। ঘারে সাপ কামড়ানোর জন্যে কোনো রকম বাঁধন দেওয়া যাই নি। ফলে সাপের বিষ অতি দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মালদা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শুরু হলেও শেষ রক্ষা হল না। শুক্রবার দুপুরে মালদা মেডিকেল কলেজে হাসপালে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ দিবস উপলক্ষে মালদার হবিবপুর থানার পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক র‍্যালি

মালদা ঃআজ পহেলা সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস উপলক্ষে হবিবপুর থানার পক্ষ থেকে বুলবুলচন্ডী বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে Safe Drive Save Life, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং ড্রাগসের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে র‍্যালি বের করা হয় ড্পুলিশ দিবস উপলক্ষে মালদার হবিবপুর থানার পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক র‍্যালি।উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর থানার আইসি সুবীর কর্মকার সহ বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক।

মুক বধির যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ।এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ মুক বধির যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ।এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে।মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকার ঘটনা।অভিযুক্ত গা ঢাকা দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে,মেয়েটি মুক ও বধির।বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা নাগাদ শৌচালয় যায়। এরপর থেকে তাকে খুঁজে পাচ্ছিলো না পরিবারের সদস্যরা। এরপর পরিবারের সদস্যরা মোথাবাড়ি থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে।এরপর রাত্রি আট টার সময় দেখে মেয়েটি স্কুলের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল।সেই সময় পরিবারের সদস্যরা তাকে দেখতে পেয়ে জিঞ্জাসা করে।সেই সময় মেয়েটি ইসাড়াই জানায় তিন জন ছেলে তাকে মুক চেপে তুলে নিয়ে যায়।এরপর তার সাথে খারাপ কাজ করেছে।যদিও মেয়ের বাড়ি ফিরতে দেখে জামা কাপরে রক্ত লেগ আছে।এরপর তাড়িঘরি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাঙিটোলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভর্তি করে।গোটা ঘটনা জানিয়ে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।পুলিশ মেয়েটির মেডিক্যাল করে।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি,একজন মুক বধির মেয়ের সঙ্গে যদি এই ঘটনা ঘটে। বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দুরে ঘটনাটি ঘটেছে। মানুষের নিরাপত্তা কোথায়। গ্রামে এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি।যে বা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মালদা জেলা শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যান বাসন্তি বর্মন জানান,বাসন্তী বর্মন জানান,ঘটনাটি স্কুলের বাইরর ঘটনা হলে আমাদের বিষয় নয়।ভেতরে ঘটলে আমরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নেবে। নিরাপত্তার বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা হবে। যদিও মোথাবাড়ি থানার পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে,ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ঘটনাটি অত্যান্ত দুঃখজনক ঘটনা।পুলিশকে বলবো দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে। যদিও মেয়েটি মুক বধির তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে।

কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ে আর্সেনিক মুক্ত প্লান্টের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

মালদা ঃ মালদার আর্সেনিক প্রবণ এলাকাগুলিতে মিলবে পরিশ্রুত পানীয় জল। শুক্রবার দুপুরে কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ে আর্সেনিক মুক্ত প্লান্টের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিন কালিয়াচক ২ ব্লকের রথবাড়ি বাজার এলাকায় প্রায় ৮০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই আর্সেনিক মুক্ত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের শুভ শিল্যানাস করা হয়। গঙ্গা নদীর জল এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টেরে মাধ্যমে প্ররিশ্রুত করার পর বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হবে। এদিনের এই শিলান্যাস কর্মসূচি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশেই কালিয়াচক ২ ব্লকে আপাতত আর্সেনিক মুক্ত একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরীর করার জন্য শিলান্যাস করা হয়েছে। প্রায় ৮০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরি হবে। আগামীতে এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান থেকে কালিয়াচক ১,২,৩, ইংরেজবাজার এবং মানিকচক ব্লকের আর্সেনিক প্রবণ এলাকাগুলিতে প্ররিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। মোট এক হাজার কোটি টাকার বাজেট ধরা হলেও, আপাতত প্রথম পর্যায়ে এই ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরির ক্ষেত্রে ৮০৪ কোটি টাকা খরচ হবে। বাকি বরাদ্দ অর্থে অন্যান্য ব্লকের এই পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কাজ করা হবে। এদিন এই ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্পের শিল্যানাস করা হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই নতুনভাবে এই ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি গড়ে উঠলেই জেলার পাঁচটি ব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল পাবেন।

জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন, ব্রাত্য দুইবারের সভাধিপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষদের নিয়ে স্থায়ী সমিতি গঠন করা হলো সোমবার সিউড়ি জেলা পরিষদ ভবনে । রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দোপাধ্যায় বলেন, গতরাতে স্থায়ী সমিতির সদস্য কারা হবেন সেই লিস্ট এসেছে । নয়টা স্থায়ী সমিতিতে পাঁচজন করে সদস্য থাকবেন । পরে তাদের মধ্যে থেকে কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হবে । নবগোপাল বাউড়ী দলনেতা,সহদলনেতা সাবানা ইয়াসমিন,উপাধ্যক্ষ আঁখি অধিকারীকে বেছে নেওয়া হয়েছে । দুইবারের বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি তথা জেলাপরিষদের বর্তমান সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরী স্থায়ী সমিতিতে জায়গা না পাওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, উনি আমাদের অভিভাবক । উনাকে নিয়ে দলের ভালো কোনো চিন্তা ভাবনা আছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । বোলপুর লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ অসিত মাল,নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি উপস্থিত ছিলেন ।

অ্যাথলেটিকের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে এবং অ্যাথলেটিক খেলার প্রসারে তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গ অ্যাথলেটস ফাউন্ডেশন

শিলিগুড়ি ঃ অ্যাথলেটিকের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে এবং অ্যাথলেটিক খেলার প্রসারে তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গ অ্যাথলেটস ফাউন্ডেশন। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে ওই ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল লোগো প্রকাশ করা হলো। একই সাথে স্টেট মিটে উত্তরবঙ্গ থেকে যে সমস্ত খেলোয়াড়রা ভালো ফল করে ফিরে এসেছে সেরকম নয় জন খেলোয়াড় এবং তাদের দুজন শিক্ষাগুরুদের সংবর্ধিত করা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের সভাপতি অখিল বিশ্বাস জানান অ্যাথলেটিক খেলার প্রতি যাতে সকলের আকর্ষণ বাড়ানো যায় তার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই সংগঠনের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।

কলতান ও সায়নদীপকে সাথে নিয়ে ধূপগুড়িতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন সেলিম ও সুজন

জলপাইগুড়ি ঃ ৫ই সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি।বিভিন্ন দলের পাশাপাশি শনিবার সকাল সকাল কলতান ও সায়নদীপকে সাথে নিয়ে ধূপগুড়িতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন সেলিম ও সুজন।ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে প্রচারে সময় প্রায় অন্তিম লগ্নে এসে পৌঁছে গেছে। শেষ প্রচারের আগের দিন ধূপগুড়ির ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম, সাথে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সুজন চক্রবর্তী। এছাড়াও এদের সাথে ছিলেন কলতান ও সায়ন দীপ।

ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী

শিলিগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।এদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথে ধূপগুড়ির উদ্দ্যোশ্যে রওনা দেয় তিনি।তাকে স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা।শিলিগুড়ি ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।এদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথে ধূপগুড়ির উদ্দ্যোশ্যে রওনা দেয় তিনি।তাকে স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা।

ইন্টার ডিসটিক যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শনিবার

মালদা ঃ ইন্টার ডিসটিক যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। মালদা শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা পল্লী সুকান্ত স্মৃতি সংঘ ক্লাবের ময়দানে আযয়োজন করা হয়েছিল যোগা প্রতিযোগিতার। জেলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশ নিয়েছিলেন প্রতিযোগিতা। প্রদীপ প্রজননের মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, কাউন্সিলর বাবলা সরকার, চৈতালি ঘোষ সরকার সহ অন্যান্যরা। জানা যায় কাউন্সিলর বাবলা সরকারের উদ্যোগে এই যোগা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মুদি দোকান

আলিপুরদুয়ার ঃ বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মুদি দোকান। এই নিয়ে গত এক সপ্তাহের মধ্যে দুবার হাতি হানা দিল মাদারিহাটের মেঘনাৎ সাহা নগড়ের রেবি ওরাঁও এর মুদি দোকানে। জানা যায় গতকাল গভীর রাতে জলদাপাড়া জঙ্গল একটি বুনো হাতি বেরিয়ে মেঘনাৎ সাহা নগড়ে প্রবেশ করে এবং বুনো দাঁতাল হাতিটি এলাকার রেবি ওরাঁও এর মুদি দোকানে হানা দেয়।মুদি দোকানের সাটার ভেঙ্গে দোকান প্রবেশ করে এবং দোকানের ভিতরে থাকা আলমারি, ফ্রিজ ক্ষতি করে। এরপর দোকানে থাকা চাল সাবাড় করে দেয় হাতিটি।বুনো হাতির হানায় দোকানটি বর্তমানে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। রেবি ওরাঁও জানান এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে দুবার হাতির হানার ঘটনা ঘটলো। এর পূর্বে হাতি দোকানের পিছনে ক্ষতি করে এবং গতকাল রাতে সামনের দিকে।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ২ নম্বর ব্লকের বারকোদালি ¯২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউরখাতা এলাকায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে অপু বর্মন কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানায় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় আহত ওই পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলেকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে। জানাযায় শুক্রবার রাত বারোটা নাগাদ তুফানগঞ্জ২ নম্বর ব্লকের বারকোদালি ¯২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউরখাতা এলাকা থেকে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তুফানগঞ্জ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি চৈতি বর্মন বড়ুয়া।

মৃত নাবালিকার পরিবারের সাথে দেখা করলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী

শিলিগুড়ি ঃ দিদির মহিমার কারণেই বাংলার নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যা হতে দেখছি আমরা।নারীদের ওপর অত্যাচারের মামলায় গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে রয়েছে।মাটিগাড়ায় নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর এমনটাই বললেন কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।এদিন অধীর রঞ্জন চৌধুরী শিলিগুড়িতে পৌঁছে কংগ্রেস নেতা শঙ্কর মালাকারের সঙ্গে মৃতার বাড়িতে পৌঁছান।পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।তিনি বলেন, 'সাগর থেকে পাহাড় একই জিনিস দেখা যাচ্ছে।সব জায়গায় নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে।দিদির মহিমার কারণেই বাংলার নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যা হতে দেখছি আমরা'।

ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে ধূপগুড়িতে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাস্থলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে

জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ড.নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে ধূপগুড়ি ব্লকের ঠাকুরপাঠ ফোনির মাঠে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়। সভাস্থলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সমস্ত এলাকা, উপস্থিত রয়েছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াংদেন ভুটিয়া, ডিএসপি ক্রাইম বিক্রমজিৎ লামা সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী। সভাস্থলে ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব সহ তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। দুপুর ১ টা নাগাদ জনসভা শুরু হওয়ার কথা। এই মঞ্চথেকে আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বার্তা দেন সেটাই দেখার।

মালদা থেকে এনজিপিগামী ডেমু (ডিইএমইউ) ট্রেনের আচমকা ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় যাত্রী বিক্ষোভে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো পুরাতন মালদা থানার কোর্ট স্টেশন চত্বরে

মালদা ঃ মালদা থেকে এনজিপিগামী ডেমু (ডিইএমইউ) ট্রেনের আচমকা ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় যাত্রী বিক্ষোভে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো পুরাতন মালদা থানার কোর্ট স্টেশন চত্বরে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেনটি না ছাড়ায় শনিবার সকাল নয়টা নাগাদ কোর্ট স্টেশনের শতাধিক যাত্রীরা স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। যদিও অধিকাংশ যাত্রীদের মধ্যেই রয়েছে স্কুল শিক্ষক, কলেজ পড়ুয়া এবং সরকারি চাকরিজীবী। প্রতিদিনই মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে দূর দূরান্তে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে পৌঁছান শতাধিক যাত্রীরা । কিন্তু ডেমু ট্রেনের মাঝেমধ্যেই ইঞ্জিন বিকল্প বিকলের অজুহাত দেখিয়েই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ট্রেন ছাড়া হয় বলে অভিযোগ। এদিন একইভাবে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় যাত্রী বিক্ষোভ চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশন চত্বরে। ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ ও পদস্থ কর্তাদের এসে যাত্রী বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যদিও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে এদিন এই লোকাল ট্রেনটি ছাড়ে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক যাত্রীরা কোর্ট স্টেশন থেকে চলে যায় বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনটি কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত। প্রতিদিনই এই স্টেশন থেকে মালদা ¯ এনজিপি পর্যন্ত ডেমো ট্রেনটি কোর্ট স্টেশন থেকে ৮টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে এনজিপির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এই ট্রেনটি লোকাল হওয়ার সুবাদে মালদার বিভিন্ন স্টেশনে স্টপেজ রয়েছে। সুতরাং সকাল সকাল নিজেদের কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য কলেজ পড়ুয়া থেকে চাকরিজীবী মানুষদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে এই ডেমু ট্রেনটি। কিন্তু এই ট্রেনটি মাঝে মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ছাড়ে বলে অভিযোগ। যার কারনেই এদিন ডেইলি প্যাসেঞ্জারের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।মালদা জেলা ডেইলি প্যাসেঞ্জার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শ্রীমন্ত মিত্র বলেন, অধিকাংশ কর্মজীবী মানুষদের জন্য এই ডেমু ট্রেনটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সাত সকালে এই ট্রেনটি মালদা থেকে ছাড়ার জন্য অধিকাংশ সরকারি কর্মী এবং নিত্যদিনের যাত্রীদের তাঁদের কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যেই এই ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হওয়ার অজুহাতের কথা বলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ছাড়া হয়। এদিনও একই ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতির জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। আমরা চাই প্রতিদিনই যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ডেমো ট্রেনটি যাতায়াত করে। এব্যাপারে সংগঠনের পক্ষ থেকে মালদা এবং কাটিহার ডিভিশনের কাছে লিখিতভাবে জানানো হবে।পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার প্রদীপ কুমার রায় জানিয়েছেন, যাত্রীরা যে ধরনের অভিযোগ করছে তা সঠিক নয়, এদিন ওই ট্রেনের ইঞ্জিনে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। যার কারণে নির্দিষ্ট সময় ট্রেনটি ছাড়তে পারে নি । তবে ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময় কিছুক্ষণ পরেই ছাড়া হয়েছে।

কবি সুকুমার রায়ের প্রয়াণ দিবসে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হতে চলেছে শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ কবি সুকুমার রায়ের প্রয়াণ দিবসে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অবস্থিত রামকিঙ্কর সম্মিলনী হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজেন করতে চলেছে কথা ও কবিতা নামে বাচিক শিল্পীদের একটি সংগঠন।শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান আযয়োজক কমিটির সদস্যরা। তারা জানিয়েছেন আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে যেখানে কলকাতা থেকেও বিশিষ্ঠ বাচিক শিল্পীরা উপস্থিত থাকবেন। সাহিত্যিক বিপুল দাস এই আলোচনা সভার সূচনা করবেন।

অল ইন্ডিয়া জেনারেল ইন্সুরেন্স এজেন্ট এসোসিয়েশনের প্রথম উত্তরবঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শিলিগুড়ি ঃ অল ইন্ডিয়া জেনারেল ইন্সুরেন্স এজেন্ট এসোসিয়েশনের প্রথম উত্তরবঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়ি কাঞ্চনজজ্ঘা স্টেডিয়ামের হল ঘরে।সভা শুরু হবার আগে বিগত দিনে সংগঠনের হারিয়ে যাওয়া সদস্যদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ জ্জ্বালিয়ে সুচনা করেন রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সহ জগন্নাথ বাগচী, নবনিষ দত্ত সহ অন্যান্য সদস্যরা। আজকের এই সম্মেলন থেকে আগামী দিনের আন্দোলনের রণনীতি গ্রহণ করা হবে বলে জানান অল ইন্ডিয়া জেনারেল ইন্সুরেন্স এজেন্ট এসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক তাপস বেরা।

স্কুলের ইউনিফর্ম পরেই আত্মঘাতী নবম শ্রেণির পড়ুয়া

দার্জিলিং ঃ স্কুলের ইউনিফর্ম পরেই আত্মঘাতী নবম শ্রেণির পড়ুয়া। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে লটারি টিকিট বিক্রি করার জন্য প্রতিনিয়ত উপর চাপ দিচ্ছিল। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই বছর ১৬র ওই কিশোর আত্মঘাতী হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে। ওই পড়ুয়া সেখানকার একটি স্কুলে পড়ত। এই ঘটনায় মূল অভিযোগ প্রধান শিক্ষক গগেন্দ্র গুরুংয়ের বিরুদ্ধে। ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে।এই ঘটনার পর ক্ষোভে প্রথমে স্কুলে ও পরে দার্জিলিং থানায় বিক্ষোভ দেখায় মৃত ছাত্রের পরিবার ও স্থানীয়রা। ঘটনার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ছাত্রের পরিবার। তবে গোটা ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন থেকে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যাদবপুরে কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনার পর দার্জিলিংয়ে স্কুল ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন শিক্ষামহল .

শিলিগুড়ির অম্বিকানগর এলাকায় ট্রাকে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ১ স্কুটি চালকের

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির অম্বিকানগর এলাকায় ট্রাকে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ১ স্কুটি চালকের। মৃতের নাম অজিত কর্মকার , বাড়ি অম্বিকা নগর ২ নং রাস্তায়। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা আগুন লাগিয়ে দেয় ঘাতক ট্রাকটিতে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে। জানা যায়, ওই ট্রাকের চাকায়পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই খুঁটি চালকের। ঘটনাস্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতন্ত্রের জন্য পাঠায়।

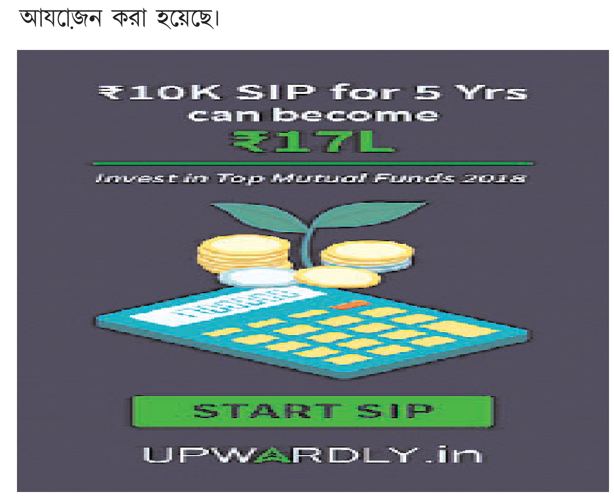

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পোল্যান্ডে নির্বাচনি প্রচারণায় জার্মানবিরোধী বিজ্ঞাপন

পোল্যান্ড ঃ পোল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দল তাদের নির্বাচনি প্রচারণার জন্য একটি রসিকতাপূর্ণ বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, অবসরের বয়স বাড়াতে ওয়ারশকে নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা করছে জার্মান দূতাবাস। এর মাধ্যমে পোল্যান্ডে আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনে বিদেশি শক্তির প্রভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে। ক্ষমতাসীন ল' অ্যাণ্ড জাস্টিস পার্টি বা পিআইএস সংসদে তৃতীয়বারের মতো জয় লাভ করতে জার্মান বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাচ্ছে। পোল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা ডোনাল্ড টুস্ককে 'জার্মানির পুতুল' বলে সমালোচনা করা হচ্ছে।
বিজ্ঞাপনটিতে দেখানো হয়, জার্মান দূতাবাস থেকে এক কর্মকর্তা পিআইএস নেতা ইয়ারোস্লাভ কাচিনস্কিকে ফোন দিয়ে পোল্যান্ডের অবসরের সময়সীমা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টুস্কের সময়কার মতো বহাল রাখার কথা বলছেন।
জবাবে কাচিনস্কি বলেন, ''এটি পোল্যান্ডের জনগণের নিজস্ব ব্যাপার, যা তারা গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন।''
অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে জার্মান দূতাবাসের ওই কর্মকর্তাকে বলা হয় ''টুস্ক এখন ক্ষমতায় নেই এবং এই ধরণের অন্যায় হস্তক্ষেপের আর সুযোগ নেই।''
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টুস্ক অবসরের সময়সীমা পুরুষদের জন্য ৬৫ থেকে ৬৭ বছর এবং নারীদের জন্য ৬০ বছর নির্ধারণ করেছিলেন। ল' অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি ক্ষমতায় গিয়ে তা আবার আগের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্যের আশা জেলেনস্কির

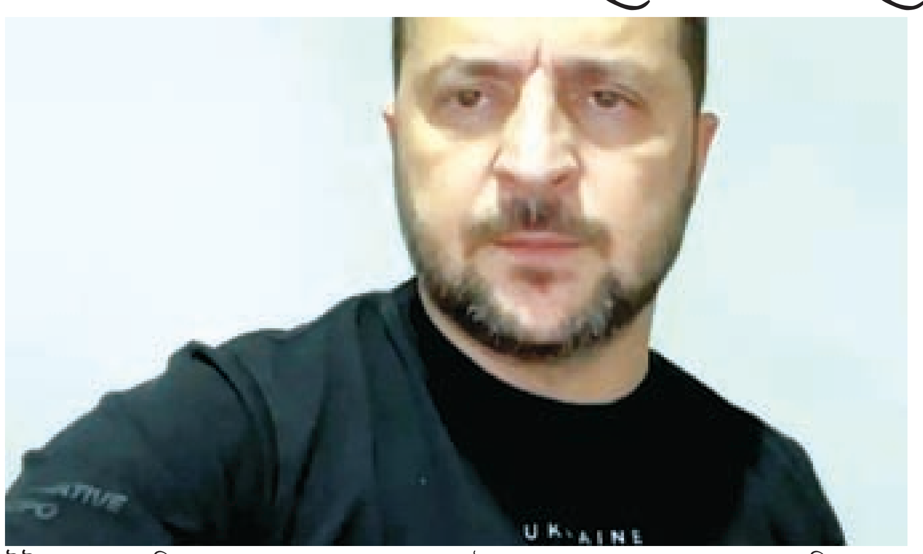

ইউক্রেন ঃ অধিকৃত এলাকা থেকে রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করতে সামরিক অভিযানে এখনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পেলেও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট অদূর ভবিষ্যতে দেশের দক্ষিণে সাফল্যের পূর্বাভাস দিয়েছেন।
রাশিয়ার হাত থেকে অধিকৃত এলাকা ছিনিয়ে নিতে গত প্রায় তিন মাস ধরে ইউক্রেন সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অভাবে দেশেবিদেশে সমালোচনা বাড়ছে। সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন কিছু অঞ্চলে সাফল্য পেলেও দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে রুশ বাহিনী জমি আঁকড়ে বসে আছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি রোববার এই সামরিক অভিযানে কিছু সাফল্যের দাবি করেছেন। দৈনিক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, গত এক সপ্তাহে দক্ষিণে তাভ্রিয়া সেক্টরে বেশ কিছু এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। তার মতে, বাখমুত সেক্টরেও কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলে জমি পুনর্দখল করতে না পারলেও রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে আরো অগ্রসর হতে দিচ্ছে না ইউক্রেনীয় সৈন্যরা।
ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকেও বিভিন্ন এলাকায় কৌশলগত সাফল্যের দাবি করা হচ্ছে। সরকার ও সেনাবাহিনী বার বার বলছে, যে দখলদারি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে পালটা সামরিক অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেতে আরো সময়ের প্রয়োজন। পশ্চিমা বিশ্বের কিছু সংবাদ মাধ্যমে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর ভুলভ্রান্তির সমালোচনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'দ্য ইকোনমিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, সেনাবাহিনীর মনোবলের জন্য একটানা সাফল্য অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে সামরিক অভিযানে যথেষ্ট গতি এসেছে বলে তিনি দাবি করেন। অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পূর্বাভাস দিয়েছেন জেলেনস্কি। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণে রুশ হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি।
শুধু অধিকৃত এলাকা নয়, খোদ রাশিয়ার ভূখণ্ডেও ইউক্রেনের সামরিক তৎপরতার লক্ষণ বার বার দেখা দিচ্ছে, যদিও সে দেশ সরাসরি সে বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলছে না। সোমবার ভোরে সীমান্তবর্তী বেলগোরোদ শহরের কাছে রাশিয়া দুটি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে বলে দাবি করেছে। সেই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায় নি। গত কয়েক মাসে রাজধানী মস্কো পর্যন্ত বার বার ড্রোন হামলা প্রতিহত করা হয়েছে বলে রাশিয়া দাবি করে আসছে। হামলার জন্য ইউক্রেনকে দাবি করলেও ড্রোনের উৎস অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। ইউক্রেনে অধিকৃত এলাকার উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ পাকাপাকি করতে রাশিয়া গত এক সপ্তাহ ধরে আঞ্চলিক ও পৌর নির্বাচনের আয়োজন করেছে। দেশের অন্যান্য কিছু প্রান্তের সঙ্গে ইউক্রেনের অধিকৃত এলাকায়ও রোববারের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের রাজনৈতিক শিবিরের জয়ের দাবি করা হয়েছে। বিরোধী দলগুলি এই নির্বাচনকে প্রহসন হিসেবে বর্ণনা করেছে। সেইসঙ্গে কারচুপির অভিযোগও উঠেছে। কাউন্সিল অফ ইউরোপের মতে, ইউক্রেনের স্বীকৃত ভূখণ্ডে রাশিয়ার এই নির্বাচনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙা হয়েছে।

বরখাস্ত জার্মান কোচ, দায় নিলেন খেলোয়াড়েরা

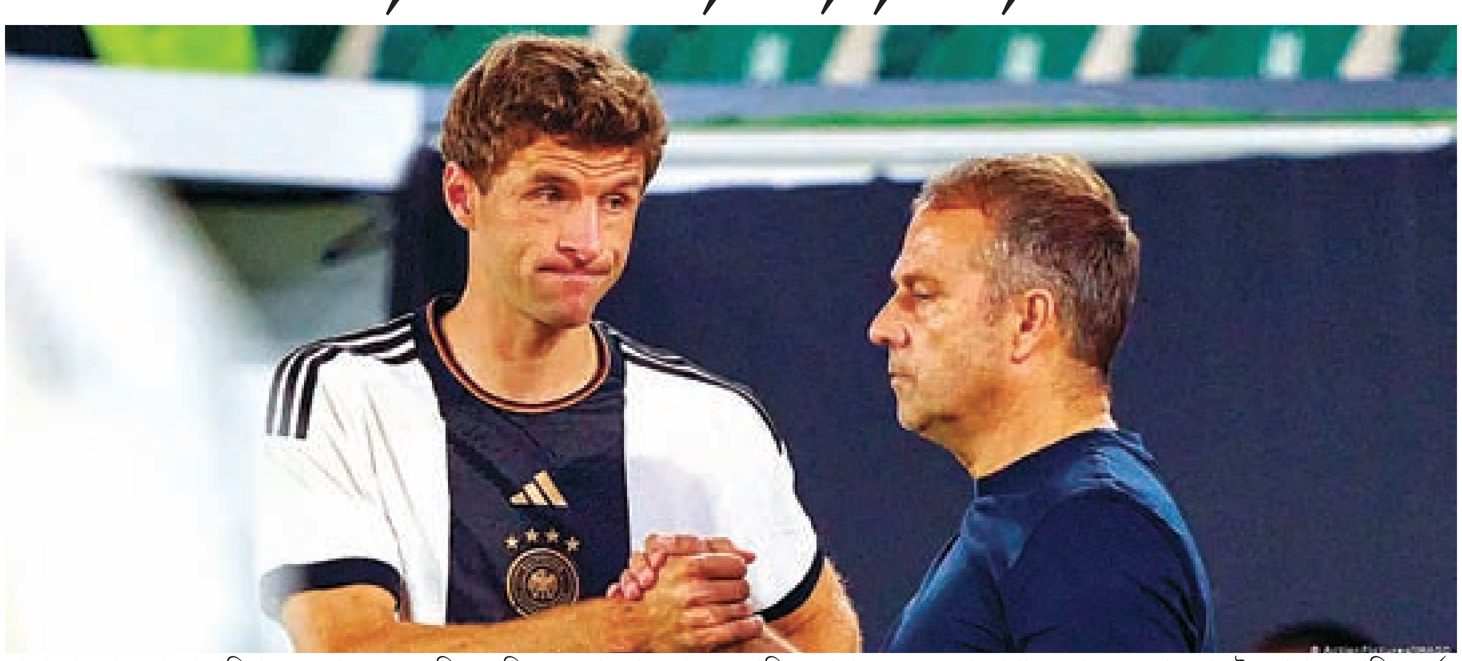

বার্লিন ঃ শনিবার জাপানের বিপক্ষে ৪-১ গোলের অবিশ্বাস্য পরাজয়ের পর বরখাস্ত হলেন জার্মান কোচ হানজি ফ্লিক। আসছে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে দলের দায়িত্বে কে আসছেন, সেদিকে দৃষ্টি সবার।
জাপানের বিপক্ষে হারের কয়েক ঘণ্টা পরই প্রথম তীরটি পড়ে কোচ হানজি ফ্লিকের দিকে। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের নয় মাস আগে রোববার তাকে বরখাস্ত করা হয়।
অবশ্য ব্যর্থতার দায়ভার খেলোয়াড়েরা নিয়েছেন। বলছেন, শুধু কোচকে দায়ী করলে হবে না, নিজেদের সমালোচনাও করতে হবে। মিডফিল্ডার কিমিশ বলেছেন, ''অনেক অনিশ্চয়তা ছিল, আস্থায় ঘাটতি ছিল।'' তিনি বলেন, ''আমরা এই টিমের যোগ্যতা নিয়ে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু আপনি যখন দীর্ঘসময় ধরে মাঠে পারফর্ম করতে পারবেন না, তখন আপনাকে প্রশ্ন তুলতে হবে যে, সেই যোগ্যতা আসলে আপনার আছে কি না। কারণ যদি থাকতো (যোগ্যতা), এমন ফল হতো না। আমাদের খোলোয়াড়দেরকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।''
খুব অকপটে অনেকটা একই কথা বলেন দলের বিশ্বকাপজয়ী আক্রমণভাগের খেলোয়াড় টোমাস ম্যুলার।
জাপানের বিপক্ষে অবিশ্বাস্য হারের পর এই দুই খেলোয়াড়ই গণমাধ্যমের সামনে এসেছিলেন। ম্যুলার বলেন, ''আমরা একই গল্প বার বার দেখছি। দেখুন আমরা চেষ্টা করছি, আমরা এটি (গোল) পেতে চাইছি। কিন্তু একই সাথে বার বার আমরা প্রতিপক্ষকে তা উপহার দিয়ে আসছি। প্রায়ই খেলার শুরুতে আমরা গোল হজম করছি।''
''খুব সহজে আমরা গোল গজম করছি কিন্তু নিজেরা এতো সহজে গোল করতে পারছি না। আমাদের প্রতিপক্ষ প্রায় আমাদের চেয়ে বেশি মাত্রায় স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড ফুটবল খেলছে। দল হিসেবে, সংঘবদ্ধভাবে খেলার ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে বেশি গোছালো।''
ইউরো ২০২১ থেকে হতাশাজনক বিদায়ের পর বন্ধু ইয়োগি ল্যোভের কাছ থেকে হেড কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ফ্লিক। আশা ছিল, দল হিসেবে জার্মানিকে আবারো মর্যাদার শীর্ষে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব দেবেন।
কিন্তু দেখা গেল ঠিক উলটো। ম্যুলারের মতে, ফ্লিক দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে জার্মান দলের আরো অবনমন হয়েছে। তিনি বলেন, ''যে লক্ষ্যে আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করছি সেটি যথেষ্ট নয়। সেরা ১০ বা ১৫তে জাপানের অবস্থান। আর আমরা এখন এই গ্রুপে অবস্থান করছি না।''
মজার বিষয় হলো, ম্যুলার নিজেও জাপানের সাম্প্রতিক পার্ফমেন্স জানেন না। এতে অবশ্য বোঝা যায়, দলটির প্রস্তুতিতে ঘাটতি রয়েছে। তবে খেলোয়াড়দের যেই একতা সে বিষয়ে অবশ্য কোনো প্রশ্ন করছেন বায়ার্ন মিউনিখের এই ফরোয়ার্ড। ''আমরা সবাই একসাথেই শুরু করি। আমাদের ভালো টিম স্পিরিট আছে। বিষয়টি এমন নয় যে, আমরা জয় চাই না। বিষয়টি হলো জার্মান জাতীয় দলের প্রতি আমাদের যে প্রত্যাশা, তা দেখাতে পারছে না দলটি।''
ফ্লিক সঠিক সিদ্ধান্ত নেন কি না সে বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য অনেকটা কূটনৈতিক মনোভাব দেখান কিমিশ। বলেন, ''দিন শেষে আমাদের আস্থা রাখতে হবে যে, কোচ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলের জন্য কোনটি সবচেয়ে ভালো, তা তিনি জানেন। যে ফরমেশন তিনি তৈরি করে দিচ্ছেন সেটি আমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি।''
কিমিশ বলেন, ''আমাদের দিকেই আমাদের তাকানো উচিত। ব্যর্থতার জন্য কোচের দিকে নয়।''
এতো কিছুর মাঝেও কিছুটা ইতিবাচক দিক হচ্ছে দর্শকদের সমর্থন। ম্যুলার বলেন, ''আমি অবশ্যই দর্শকদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রতি সমর্থন ছিল সেখানে। আপনি দেখবেন, পুরো স্টেডিয়ামেই চাইছিল আমরা যেন ম্যাচ জিতি। আমরাও জিততে চাইছিলাম। অবশ্য হেরে যাওয়ার পর তারা আমাদের প্রতি ক্ষোভ দেখিয়েছে।''
একই কথা বলেন কিমিশ। তার মতে, ''অনেক ম্যাচেই আমরা জিতেছি যেখানে দর্শক সমর্থন খুব একটা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে দেখবেন, তারা ক্ষুধার্ত (জয়ের জন্য) হয়ে আছে। যদিও কাজটি আসলে আমাদেরকে করতে হবে।''
২০২৪ সালে জার্মানিতে হতে যাচ্ছে পরবর্তী ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। ফ্লিকের বিদায়ের পর তাই সবার দৃষ্টি কে হচ্ছেন জার্মানির পরবর্তী কোচ?

পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদনের উদ্যোগ

সুইডেন ঃ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে যানবাহন বা বাড়িঘর পরিবেশবান্ধব করার অনেক উদ্যোগ চলছে। কিন্তু ইস্পাত উৎপাদনের মতো মহাযজ্ঞে বিশাল পরিমাণ কার্বন নির্গমন এড়ানো সহজ নয়। নরওয়ের এক কোম্পানি সেই অসাধ্যসাধন করার পথে এগোচ্ছে।
সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে সুমেরু বৃত্তের দক্ষিণে বাল্টিক সাগর উপকূলে এসএসএবি কোম্পানির ইস্পাত কারখানা অবস্থিত। কারখানার ব্লাস্ট ফারনেস এককালে কোম্পানির গর্বের বিষয় ছিল। সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে সুমেরু বৃত্তের দক্ষিণে বাল্টিক সাগর উপকূলে এসএসএবি কোম্পানির ইস্পাত কারখানা অবস্থিত। কারখানার ব্লাস্ট ফারনেস এককালে কোম্পানির গর্বের বিষয় ছিল। সেখানে প্রথাগত পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন করা হয়। সেখানে দিনে ৬,০০০ টন ইস্পাত উৎপাদন করা হয়। কয়লা ব্যবহার কর ব্লাস্ট ফারনেস চালানো হয়। ইস্পাত উৎপাদনের প্রচলিত পদ্ধতিতে বিশাল পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমন করা হয়। বিশেষ করে ব্লাস্ট ফারনেসে সবচেয়ে বেশি নির্গমন ঘটে। কারণ কয়লা জ্বালিয়ে ১,৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি তাপমাত্রায় লৌহ আকরিক গরম করা হয়।
কোম্পানি এবার সে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চাইছে। গোটা বিশ্বে জলবায়ুর জন্য ক্ষতিকর নির্গমনের প্রায় ছয় শতাংশের উৎস ইস্পাত উৎপাদন। এসএসএবি কোম্পানির মুখপাত্র লটা ইয়াকবসন বলেন, ''লৌহ আকরিক ও কয়লা ব্যবহার করে ইস্পাত উৎপাদনের সময় আমরা অবশ্যই কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমন ঘটাই। সে কারণেই আমরা ব্লাস্ট ফারনেস সরিয়ে 'হাইব্রিট' প্রক্রিয়া চালু করতে চাই।''
ব্লাস্ট ফারনেসের কাছে একটি পরীক্ষামূলক কারখানা তৈরি করা হয়েছে। গোটা বিশ্বে এই প্রথম পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ায় তৈরি হাইড্রোজেন কাজে লাগিয়ে ইস্পাত উৎপাদনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। একটি জায়গায় ইস্পাত উৎপাদনের আগের পর্যায়ের পণ্য হিসেবে ছোট পেলেট মজুত করা হয়। লৌহ আকরিক থেকেই সেগুলি পাওয়া যায়। এক রোটারি ফারনেসে লৌহ আকরিকের পাথর পেলেটে রূপান্তরিত করা হয়।
অন্য একটি প্রক্রিয়ায় পেলেটে লোহার মাত্রা আরো একবার বাড়ানো হয়। সেই লক্ষ্যে হাইড্রোজেনের সাহায্যে পেলেট গরম করে গলিয়ে দেওয়া হয়। ভাটেনফাল কোম্পানির মিকায়েল নর্ডলান্ডার বলেন, ''আমরা এখানে এমন এক প্রযুক্তি পরীক্ষা করছি, যা ব্লাস্ট ফারনেসের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। ব্লাস্ট ফারনেসে কয়লা ব্যবহার করা হয়। আর আমরা এখানে হাইড্রোজেনের সাহায্যে লৌহ আকরিক থেকে বিশুদ্ধ লোহা বার করি।'' কোম্পানির গোপনীয়তার কারণে সেই প্রক্রিয়ার ছবি তোলা নিষিদ্ধ। কিন্তু এভাবে সেই প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া যায়। সবার আগে পরিবেশবান্ধব 'গ্রিন হাইড্রোজেন' উৎপাদন করা হয়। সেই লক্ষ্যে বায়ু বা সৌরশক্তির মতো পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি কাজে লাগানো হয়। ইলেকট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় পানি বিভক্ত করা হয়। তখন অক্সিজেনের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উপায়ে হাইড্রোজেনও সৃষ্টি হয়। সেই হাইড্রোজেন হাইব্রিট ফারনেসে চালনা করা হয় এবং লৌহ আকরিকের পেলেটে লোহার মাত্রা আরো বাড়ানোর কাজে লাগানো হয়। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ইলেকট্রিক আর্ক ফারনেসে তরল ইস্পাত সৃষ্টি হয়। এই উদ্যোগ সফল হলে শিল্পজগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে এবং নতুন যুগের সূচনা ঘটাবে। ইস্পাত কারখানায় পুরোপুরি এই নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি বিদ্যুতের মাধ্যমে সব কাজ করা হবে। সব ফারনেস ও নতুন রোলিং মিল বিদ্যুতে চলবে। কয়েক বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হবার কথা। নতুন এই প্রযুক্তি অনেক পরিমাণ সিওটু নির্গমন কমাবে। তাছাড়া সবকিছু আরো দ্রুত ঘটবে। লটা ইয়াকবসন বলেন, ''লৌহ আকরিক গলানো, ইলেকট্রিক আর্ক ওভেনে স্পঞ্জ আয়রন হয়ে আমাদের ক্রেতাদের পাঠানোর উপযুক্ত চূড়ান্ত কয়েল তৈরি করতে মাত্র তিন ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।''

মূল্যস্ফীতি ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাত আর কত?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি আরো এক দফা বেড়েছে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, খাদ্য মূল্যস্ফীতি গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এতে সীমিত ও নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর চাপ পড়ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে না পারায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ আর মন্দার অজুহাত এখন আর চলে না। পাশের দেশসহ বিশ্বের অনেক দেশই মূল্যস্ফীতি কমিয়ে এনেছে। বিশ্ববাজারে পণ্যের দামও কমেছে। কিন্তু বাংলাদেশে তার চিত্র বিপরীত।
তাদের কথা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) যে মূল্যস্ফীতির হিসাব দিচ্ছে বাস্তবে মূল্যস্ফীতি তার চেয়ে আরো বেশি।

১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি

বিবিএস আগস্ট মাসের যে হিসাব দিয়েছে তাতে গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৯২ শতাংশ, যা আগের জুলাই মাসে ছিল ৯.৬২ শতাংশ। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২.৫৪ শতাংশ, যা জুলাই মাসের তুলনায় ২.৭৮ শতাংশ বেড়েছে। গ্রামে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আবার শহরের চেয়ে বেশি। গ্রামে ১২.৭১ শতাংশ আর শহরে ১২.১১ শতাংশ। এর আগে ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২.৭৩ শতাংশে উঠেছিল। এক দশকের মধ্যে গত আগস্ট মাসে হঠাৎ খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রথমবারের মতো দুই অংকের ঘরে উঠে যায়। খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ১২.৫৪ টাকা মানে হলো ২০২২ সালের আগস্টে যে খাদ্যপণ্য কিনতে ১০০ টাকা লাগতো তা কিনতে এখন লাগছে ১১২.৫৪ টাকা। তবে জুলাই মাসে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯.৪৭ শতাংশ থাকলেও আগস্টে কমে ৭.৯৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির হার এখন প্রায় ১০ শতাংশ ছুঁই ছুঁই করছে। জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৬৯ শতাংশ এবং জুনে তা ছিল ৯.৭৪ শতাংশ। তবে গত মে মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৯.৯৪ শতাংশ। এই হার ছিল গত প্রায় এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.২ শতাংশ, যা বছরওয়ারি হিসাবে এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশে উলটো চিত্র

করোনার পর ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের দাম বাড়তে থাকে। বিশেষ করে বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের দাম বাড়ে সবচেয়ে বেশি। আমদানি পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যসহ অন্যান্য পণ্যের দামও বাড়ে। কিন্তু এরইমধ্যে এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মূল্যস্ফীতি কমে এলেও বাংলাদেশে চলছে উলটো চিত্র। গত জুলাইয়ের হিসেবে ভারতে মূল্যস্ফীতি গত দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল। ভারতে এখন মূল্যস্ফীতি ৪.২৫ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছাড়া আর সবদেশের মূল্যস্ফীতি কমে আসছে। এমনকি অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায়ও মূল্যস্ফীতি কমছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রাজিল ও মালদ্বীপে মূল্যস্ফীতির সূচক নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমছে। কমছে ভোজ্য তেলসহ আরো অনেক ভোগ্য পণ্যের দাম। কিন্তু এর মধ্যে যা বাংলাদেশ আমদানি করে তার দামেও কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই।

'আর যুদ্ধের অজুহাত চলে না'

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহ-সভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, ''মূল্যস্ফীতির কারণে সীমিত আয়ের লোকজন আরো চাপের মুখে পড়ছে। খাদ্য কিনতেই তাদের আয়ের বড় অংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। তারা প্রয়োজনীয় খাবার ঠিকমতো কিনতে পারছেনা।'' তার কথা, ''এখন আর ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাত চলে না। কারণ আমাদের পাশের দেশ ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশেই মূল্যস্ফীতি কমে গেছে। বিশ্ববাজারে পণ্যের দামও কমছে। শুধু আমাদের এখানে উলটো। তা না হলে ডাবের, ডিমের দাম বাড়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। মূল বিষয় হলো অসাধু ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফার লোভ। তারা ইচ্ছে মতো নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। আর বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। তাই তারা এখন আরো বেপরোয়া। বাণিজ্যমন্ত্রীর কথার পর থেকে দাম আরো বেশি বাড়ছে।''
তিনি বলেন, ''বিবিএস যে হিসাব দিচ্ছে তা সরকারকে খুশি করতে। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি আরো অনেক বেশি। গত বছর আমরা গবেষণা করে দেখিয়েছিলাম মূল্যস্ফীতি ১৭ শতাংশ। এবার বাস্তবে তার চেয়েও বেশি হবে।''
সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান মনে করেন, তিনটি জায়গায় ব্যর্থতার কারণে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। ১. সঠিক মুদ্রানীতির অভাব ২. সঠিক রাজস্ব নীতির অভাব এবং ৩. অভ্যন্তরীণ বাজারে অব্যবস্থাপনা ও নৈরাজ্য।
তিনি বলেন, ''রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম, ভোগ্যপণ্যেরও দাম কমছে, সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। তারপরেও বাংলাদেশে পণ্যের দাম কীভাবে বাড়ে? আমাদের পাশের অনেক দেশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাফল্য দেখিয়েছে। এটা থেকেই পরিষ্কার, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সেভাবে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথবা যেগুলো নেয়া হয়েছে তা তেমন কাজে আসেনি।''
তার কথা, ''মূল্যস্ফীতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্ন আয়ের মানুষ। এবছরও আমরা আমাদের একটি গবেষণায় দেখেছি নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। তাদের খাদ্যপণ্যে কাটছাঁট করতে হচ্ছে। এমনকি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবায়ও টান পড়ছে।'' এসব কথার জবাবে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, ''মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়েছে। এর কারণ, খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি বেশি হওয়ায় তার প্রভাব সার্বিক মূল্যস্ফীতিতে পড়েছে। গত মাসে বৃষ্টি ও সড়ক যোগাযোগের সমস্যার কারণে ডিম, মুরগি, মাছের দাম বেড়েছে। তার প্রভাব পড়েছে। আর আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব পণ্যের দাম কমেছে তার দাম এখানে বাড়েনি। সিন্ডিকেট করেও দাম বাড়ানো হতে পারে। তবে সে ব্যাপারে আমার ভালো ধারণা নেই।''
তিনি জানান, ''সাধারণ মানুষকে চাপমুক্ত রাখতে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। গরিব মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড দেয়া হয়েছে। চার কোটি মানুষকে কম দামে নিত্যপণ্য দেয়া হয়। এরপর ফুড ফর ওয়ার্কসহ আরো কিছু কর্মসূচি আছে।''

সম্পাদকীয়

১৪ দিনের জেল হেফাজতে চন্দ্রবাবু

অন্ধ্রপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রীকে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সোমবার তেলুগু দেশম পার্টি বনধের ডাক দিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট কেলেঙ্কারি মামলায় শনিবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডুকে। রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। দলীয় কর্মসূচিতে নান্দিয়ালে গেছিলেন চন্দ্রবাবু। জনসভায় বক্তৃতা করে ভ্যানিটি ভ্যানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। মাঝরাত্তিরে সেই ভ্যানিটি ভ্যানে পৌঁছায়

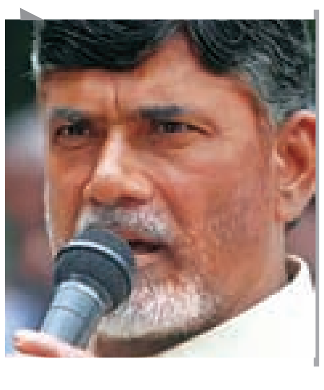

স্থানীয় পুলিশ এবং গোয়েন্দা অফিসারেরা। সেখআন থেকে চন্দ্রবাবুকে তুলে এনে গভীর রাত পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রোববার তাকে আদালতে হাজির করা হয়। চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছে, তা জামিনযোগ্য নয়। ফলে আদালতে চন্দ্রবাবুর আইনজীবী জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। শুনানির পর তার জেল হেফাজতের নির্দেশ হয়। সোমবার ভোরে রাজামুন্দ্রি কেন্দ্রীয় কারাগারে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আগামী ১৪ দিন এখানেই থাকতে হবে তাকে। যদি না উচ্চতর আদালত থেকে তার জামিন মঞ্জুর হয়। এদিকে চন্দ্রবাবুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোমবার তেলুগু দেশম পার্টি অন্ধ্রপ্রদেশ বনধের ডাক দিয়েছএ। আরো দুই একটি দল এই বনধের সমর্থন জানিয়েছে। তেলুগু দেশমের অভিযোগ, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে চন্দ্রবাবুকে। বস্তুত, এর জন্য শাসকদল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগও তোলা হয়েছে। ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মুখপাত্র অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আগামী বছর জাতীয় নির্বাচন ভারতে। সেই একই সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচন। তার আগে চন্দ্রবাবুকে গ্রেপ্তার করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস, এই অভিযোগ উঠছে। চন্দ্রবাবু আবার বিজেপি বিরোধী জোটে অংশ নিয়েছেন। ওয়াইএসআর কংগ্রেস সেই জোটে নেই।

জানা অজানা

মোদীসালমান বৈঠকে গুরুত্ব পেল বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা

শনি ও রোববার জি২০ বৈঠকে যোগ দেয়ার পর সোমবার সৌদির যুবরাজ সালমান বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে।

হায়দরাবাদ হাউসে মোদীসালমান বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, সুরক্ষা, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ''ভারতের কাছে সৌদি আরব হলো বাণিজ্যিক ও কৌশলগত অংশীদার। বিশ্বের ও এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে ভারত সৌদি আরবের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।''

মোদী বলেছেন, ''পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে। আমরা বেশ কয়েকটা ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছি, যেখানে দু দেশের সহযোগিতাকে আমরা নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাব।''

আর সৌদির যুবরাজ বলেছেন, ''দুই দেশ আর্থিক ক্ষেত্রে আরো বেশি করে সহযোগিতা করবে। ভারত যে সাফল্যের সঙ্গে জি২০ শীর্ষবৈঠকের আয়োজন করেছে, তার জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।''

দুই দেশের মধ্যে দুইটি মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি আছে। একটি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল নিয়ে, অন্যটা হলো সুরক্ষা, আর্থিক, বিনিয়োগ, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সহযোগিতা নিয়ে। মোদী ও সালমান দুইটি কমিটির কাজকর্ম পর্যালোচনা করেছেন।

প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে।

এছাড়া দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়েও কথা হয়েছে।

২০১৯ সালের পর আবার ভারত সফরে এসেছেন সৌদির যুবরাজ। সোমবার রাতেই তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাবেন।

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস ঃ বয়ঃসন্ধিতে এই প্রবণতার কারণ ও তা প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা

বিপাশা মুখার্জি যিনি পেশায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার একটি স্কুলের শিক্ষিকা এবং এক বয়ঃসন্ধির কিশোরীর মা, তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন ভয়েস অফ আমেরিকার সঙ্গে, করোনা অতিমারির সময়ে অনলাইন ক্লাসের জন্য আমার মেয়ে প্রথম ফোন হাতে পায়। ক্লাস ও পড়া দিয়ে শুরু হলেও সামাজিক মাধ্যমে অবাধ যাতায়াত চলতে থাকে। মোবাইলের নেশা এমনি হয়ে দাঁড়ায় যে, আমরা বাবা মা হিসেবে

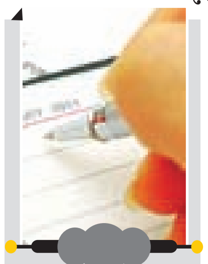

সৃজনী দাশমুন্সী
প্রাবন্ধিক

বারণ করলেও আমাদের ভুল বুঝতে থাকে ও। সেইসময়ে অতিমারির কারণে ক্লাস টেনএর বোর্ডের পরীক্ষা না হলেও ক্লাস টুয়েলভএ স্কুল খুলল এবং বোর্ডের পরীক্ষাও অফলাইনে হওয়ার কথা ঘোষণা হয়। পরীক্ষার প্রায় দশদিন আগে থেকে শুরু হয় চূড়ান্ত অস্থিরতা। দীর্ঘদিনের পড়ার ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় শুরু হয় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। পরীক্ষার থেকে বাঁচার জন্য নোট লিখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া এমনকি আত্মহননের কথাও ও ভাবছিল তখন।

এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করা যায় আরও তিনটি বাস্তব ঘটনার কথা, যা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছিল।

সদ্য বিদ্যালয়ের গণ্ডি পাশ করে দু চোখে অনেকটা উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার বুকে এক নামী কলেজে ভর্তি হয় এক কিশোরী। মা নেই। অতি সাধারণ চাকুরে বাবাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। সবসময়ে ঘরে ও বাইরে সমানতালে সামলে উঠতে না পারায় তিনি মেয়েকে প্রতিদিনই খাবার জন্য দিয়ে দিতেন কিছু টাকা। অন্যদিকে শহরের চাকচিক্য, বন্ধুদের সাজপোশাক, আদবকায়দা মেয়েটির মনে জাগায় চূড়ান্ত অস্থিরতা। আমাকেও ওদের মতো ওদের 'লেভেলে' পৌঁছতে হবে। শুরু হল অন্য লড়াই। প্রায় না খেয়েই টাকা জমিয়ে চলতে লাগল পোশাক, প্রসাধনী কেনার পালা। সকলের অগোচরে সব ঠিকই চলছিল কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন। ক্লাসে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায় একবার নয়, বার তিনচারেক। শিক্ষকরা তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টি দেখেন। মেয়েটি প্রাথমিকভাবে কিছু না বললেও পরে জানায় আসল কারণ এবং বলে ফেলে - আমার মনে হয় আত্মহত্যা করি। আমার জীবনে তো কিছু নেই। আমার কাছে তো জীবন মূল্যহীন।

দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। মোবাইল ফোন কেনা নিয়ে বাড়িতে প্রবল অশান্তির জেরে স্কুলের টয়লেটে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

একাদশ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী প্রেমঘটিত কারণে স্কুলে হাতের শিরা কেটে ফেলে, এবং এও জানা যায় তার আগেও দশবার বিভিন্নভাবে সে এই চেষ্টা করেছিল।

উপরের ঘটনা তিনটি ভিন্ন জায়গার হলেও চূড়ান্ত উদ্বেগের বিষয় হল 'আত্মহত্যার প্রবণতা' এবং এই তিন জনই মেয়ে, যাদের বয়স ১৫-২০ র মধ্যে। সময়টি বয়ঃসন্ধি ও তা পেরিয়ে দুএক বছর। এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে যার জন্য মনের মধ্যে তৈরি হয় অস্থিরতা।

রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজিস্ট পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় বলছেন, বয়ঃসন্ধিকাল একটা এমন সময় যখন নানাবিধ চাপ তাদের মধ্যে তৈরি হতে থাকে, তাদের বোধ তৈরি হতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই, তাই বোধের সম্পূর্ণ কাঠামোগত চরিত্রটা তাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। একটা অস্ফূট বোধ তৈরি হয় মাত্র ভেতরে। অথচ বড়রা ভাবেন - তুমি তো অনেক কিছু বুঝছো, তাহলে তুমি সেই অনুযায়ী আচরণ করছো না কেন? আবার ছোটরা ভাবে - আমরা যখন বুঝছি, তখন আমাদের সেই মর্যাদাটা দেওয়া হচ্ছে না কেন? এই চাপগুলোর জন্য নানারকম যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি মনের মধ্যে বা সামাজিকভাবে তৈরি হয়। এই বয়সে যে আত্মহত্যার হারটা বাড়া থাকে এবং আগের থেকে যে এই হার বেড়েছে, এটা সঙ্গত। তিনি আরও জানান, আত্মহত্যা বিষণ্ণতার চরম রূপ। এই বিষণ্ণতাকে যাতে আমরা সাধারণ মন খারাপের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি সেই বিষয়ে আমাদের সচেতনতা ভীষণ প্রয়োজন।

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস

সারা বিশ্বে এই আত্মহত্যার প্রবণতা কমিয়ে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশেই ১০ই সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস'। এর স্লোগান হল 'Creating hope through action' অর্থাৎ 'কাজের মধ্যে দিয়ে আশা তৈরি'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO এর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর গোটা বিশ্বে ৭ লক্ষ ৩ হাজার জন মানুষ আত্মঘাতী হন যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ১৫-২৯ বছর বয়সী। এর বাইরেও কয়েক কোটি মানুষ রয়েছেন, যারা ভয়াবহ অবসাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে চালাতে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যার কথা ভেবে থাকেন। এছাড়াও ভারতের National Crime Records Bureau (NCRB) র রিপোর্টে একটি বিশেষ তথ্য উঠে আসছে - কোভিড অতিমারির আগে ভারতে আত্মহত্যার সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। কোভিডের ফলে বেড়েছে সামগ্রিক অবসাদ। NCRB সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ এ ভারতে এই সংখ্যাটি ছিল ১,৩৯,১২৩ আর ২০২১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৬৪,০৩৩।

আত্মহত্যার প্রবণতা ও আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ

বয়ঃসন্ধি থেকে ২৪-২৫ বছর পর্যন্ত বয়সীদের মধ্যে বেড়ে চলা আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উঠে আসছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - মানসিক চাপ, আর্থসামাজিক পরিস্থিতির চাপ, অবসাদ ও সামাজিক চাপ ও ব্যক্তিগত চাপ তৈরি

হওয়া। তাছাড়া বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা মূলত তাদের আত্মপরিচয়ের সংকটে দিশেহারা। তাদের সামনে সারাক্ষণ সামাজিক মাধ্যমে যে জীবন তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা দিশেহারা। যতটা উন্মুক্ত জীবনের কথা প্রচার করা হচ্ছে বাস্তবিক সামাজিক অবস্থানের মধ্যে কোথাও সেই জীবন তারা সেভাবে পেয়ে উঠছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা মনের কথা বলতেও অক্ষম।

মনোবিদ যা বলছেন

মনোবিদ পাপড়ি চ্যাটার্জি যে কারণগুলি তুলে ধরলেন -

- প্রথম ও প্রধান হল প্রতিযোগীতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। এই বয়সে এসে যোগ হয় তুমি ভবিষ্যতে কোন পথ বাছবে সেই পথের প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষাটিতে তুমি পারছো কি না, নাহলে জীবন শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য থাকে বিশাল চাপ। যারা প্রতিযোগীতায় নিজেদের ঠিক আত্মস্থ করতে পারছে না, লড়াইয়ের ময়দানে নেমেও যারা নিজেদের মানসিক স্থিতাবস্থা রাখতে পারছে না, তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। চাপ নিতে পারছে না। চাপকে সামলানোর মতো যে মানসিক গঠন, তা তৈরি হওয়ার অবকাশটাই সে পাচ্ছে না।

- এছাড়া এই বয়সে একটা একাকীত্ব বোধ তীব্রভাবে কাজ করে। বাবামাকে এই সময় ভাইটাল রোল প্লে করতে হয়। কিন্তু এই বয়সেই বাবামায়ের থেকে তারা সরে যেতে থাকে। অথচ বাবামাকেই তাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হয়। এই বোধটা বেশির ভাগের মধ্যেই থাকে না। এই বোধটা বাবামায়ের মধ্যে থাকাটা জরুরি। অনেক সময়ে বাবামায়ের জানার মধ্যে থাকে না, সন্তান কতটা দূরে সরে গেছে, কতটা বিষণ্ণতার শিকার হচ্ছ বা সন্তান কতটা ভুল কাজ কোন দিকে করে ফেলছে বা কতটা একাকীত্ব সে সাফার করছে।

- সঙ্গী নির্বাচন এই বয়সে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেয় এবং সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, একাকীত্ববোধ থেকেই যার জন্ম। এর থেকেও অনেক সময়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। অনেক ঘটনা ঘটে আত্মহত্যার অ্যাটেম্পট নিয়েছে, বিষণ্ণতায় ডুবে গেছে - আমার ফিঁয়সেকে আমার বন্ধু নিয়ে নিল, আমাকে পাত্তা দিল না। এই বিষয়গুলো বয়ঃসন্ধিতে সম্মানহানির ব্যাপার হয়, তার হেরে যাওয়ার ব্যাপার থাকে। সঙ্গী নির্বাচন, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে না পারার কারণেও আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে।

- এই বয়সে অহং বোধ মাথাচাড়া দেয়। তাদের মধ্যে একটা সবজান্তা মনোভাবা দেখা যায়। তারফলে একটা বিনয়ের অভাব দেখা দেয়।

শিক্ষক, অভিভাবকেরা যা বলছেন

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা অর্পিতা ভট্টাচার্য বলেন - বর্তমানের তরুণ প্রজন্মের অনেকের মধ্যেই একটা ইউটোপিয়ার জগতে বাস করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জগতের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন বললেই চলে। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবাংলায় আমরা বেশিরভাগ মানুষ যে ধরণের আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলে থাকি সেই জগতে অনেক আশা, ইচ্ছে আমাদের পূরণ করা সম্ভব হয় না। ফলত তৈরি হয় মানসিক অস্থিরতা - মানসিক চাপ। ছেলেমেয়েরা বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা থেকেই সমস্যা সমাধানে অপারগ হয়ে বেছে নিচ্ছে এই পথ।

এই অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেছেন কলকাতার একটি স্কুলের সিনিয়র শিক্ষিকা চৈতালি ভদ্র। এর সঙ্গে তিনি সংযোজন করেছেন আরেকটি বিষয় 'না' শোনার অস্থিরতার কথা। আসলে যৌথ পরিবার থেকে বাবামা আর সন্তান মিলে যে একক পরিবার গড়ে ওঠে তাতে আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম হয়। অনেক সময়ে অভিভাবকরা না চাইতেই সন্তানদের অনেক জিনিস দিয়ে দেন এবং সেটি অভ্যাসে পরিণত হওয়ার পর 'দেবো না' বা 'দিতে পারব না' জাতীয় কথা তাদের ভীষণ ভাবে মানসিক চঞ্চলতা বাড়িয়ে তোলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও তাদের সন্তানের মেধা বুঝে উঠতে পারেন না। একটা তুলনা চলতে থাকে অন্যের সন্তানের সঙ্গে। সন্তানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক চলে এলেই জন্ম নেয় হতাশা যা তারা সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দেন।

আজকালকার পার্টিতে কেবল মধ্য বয়স্করা একা বোধ করে না বয়ঃসন্ধিও করে। তাকে পোশাকে, শরীরের আয়তনে, উপস্থিতির মহিমায় যে টেক্কা দিতে হবে অন্য বয়ঃসন্ধিকে। সবাই একটা রঙ্গমঞ্চে উঠে পড়েছে। তুলনা, তুলনা খেলাটা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গেছে। তারফলে কোথাও সে আরাম পাচ্ছে না। কী করবে সে? মূলত আত্মপরিচয়ের সংকটে দিশেহারা আজকের বয়ঃসন্ধির কিশোরকিশোরীরা। তাদের সামনে স্কুলে থাকার সময়টুকু বাদে সারাক্ষণ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাস ইত্যাদির মাধ্যমে যে জীবন তুলে ধরা হচ্ছে বাস্তবিক স্কুলের পরিবেশ, বাড়ির পরিবেশে, আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে - কোথাওই আজকের বয়ঃসন্ধি সেটা পাচ্ছে না। অভিভাবকেরা এখন নিজেদের পেশার দাবিদাওয়া নিয়ে বাস্তবিকই অতি ব্যস্ত, নিউক্লিয়ার পরিবারের কমফোর্ট জোন হয়ত অভিভাবকের জন্য ভালো কিন্তু একা বাড়িতে নিজের অসংখ্য প্রশ্ন, সমস্যা নিয়ে লড়তে থাকা বয়ঃসন্ধির পক্ষে ভালো নয়। জীবনের অসংখ্য দাবি নিয়ে একটা ভীষণ আবেগী মন তাই বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যাকে, - জানিয়েছেন এক বেসরকারি স্কুলের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শাশ্বতী মজুমদার।

এই মানসিক অবসাদ প্রসঙ্গে কলকাতার এক স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক কণিষ্ক ভট্টাচার্য মনে করেছেন সামাজিক মাধ্যমে আত্মউদযাপনের অমোঘ টানের মধ্যে মুক্তি খোঁজার ভুল পথ কমবয়সীদের আরো অন্ধকার ও একাকিত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভারত এক দীর্ঘ আর্থিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয়। অতিমারির পর তার মাত্রাবৃদ্ধি হয়েছে। সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর কমছে ও সেই শিক্ষার সঙ্গে কাজের বাজারের যোগ কমে আসছে। বেসকরকারি শিক্ষার বিপুল আর্থিক ব্যয় সঙ্কুলানের চিন্তা পরিবারে অভিভাবক থেকে শিক্ষার্থী সকলের ওপর চেপে বসেছে। একদিকে ব্যাপক হারে কাজ হারিয়েছে মানুষ আরেকদিকে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রার মান তলানিতে ঠেকছে সাধারণ মানুষের। এর যে সামাজিক প্রভাব তা পরিবারের ছোটোদের, শিক্ষার্থীদের ওপরে প্রকাণ্ড চাপ তৈরি করছে। কোথাও পরিবারের প্রয়োজনে এদের কাজে যোগ দিতে হচ্ছে নয়ত সামাজিক পারিবারিক প্রত্যাশার চাপ বহন করতে হচ্ছে। যে বাস্তবিক সামাজিকীকরণ, মেলামেশা এই প্রকাণ্ড চাপ ভাগ করে নিতে, সহনীয় করে নিতে সাহায্য করত তার অবকাশ কমে আসছে আশঙ্কাজনক হারে।

বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মধ্যে কেন বাড়ছে

ভারতীয় সমাজের একটা বড়ো অংশে, এখনও মেয়েদের সামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে কখনও রক্ষণশীল মানসিকতা, কখনও স্টিরিওটাইপএর কারণে নানা বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয় যার প্রভাব ব্যক্তি জীবনে ভয়ানকভাবে পড়ে।

মনোবিদ পাপড়ি চ্যাটার্জির মতে, মেয়েরা ছেলেদের থেকে একটু ইন্ট্রোভার্ট হয়, অন্তর্মুখী। মেয়েদের আমরা চট করে বাড়ির বাইরে সেইভাবে মিশতে দেখি না। ছেলেদের আমরা যেভাবে আমাদের সমাজে ছাড়ি...হয়তো এখন হচ্ছে, আগের থেকে বেড়েছে...কিন্তু মেয়েদের কোথাও একটা রাশ টানা থাকে। আবার মেয়েদের হরমোনাল বা শারীরিক কারণেও মেয়েরা কোথাও 'উইকার সেক্স' হিসাবে সামাজিকভাবে পরিচিত হওয়ার কারণে অনেক সময়ে বহু মেয়েই অতিরিক্ত হীনমন্যতায় ভোগে। এটা হাজার পড়াশোনা শেখার পরেও থাকে অনেকের। সামাজিক চেতনার অভাব তো রয়েইছে - যতই তুমি পড়াশোনা করো, তুমি কিন্তু মেয়ে এটা মনে রাখবে। এই আপ্তবাক্য তাদের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য লড়াইয়ে তাই আমরা অনেক সময়েই বলি, মেয়েরা লড়াই অনেক পেছন থেকে শুরু করে। এইসব কিছুর জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েদের লড়াকু মনোভাবও কোথাও টাল খেয়ে যেতে পারে। বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বা ঘটনা তাই বেশি।

ভারতীয় সমাজের একটা বড়ো অংশে, এখনও মেয়েদের সমাজে পরিবারে একেবারে মূলগত মানসিকতার কারণে নানা অসাম্যের মুখোমুখি হতে হয়। এমনকি সেটা বাড়িতে খাবারের পরিবেশন ক্ষেত্রে গৃহস্থালির ক্ষেত্রেও। সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরো ব্যাপক। কেবল শিক্ষক বা অভিভাবকের সংবেদনশীলতায় এর কিছুটা লাঘব করা গেলেও, উপরিকাঠামোর মূলগত পরিবর্তন না হলে তা পূর্ণত ফলপ্রসূ হবে না বলেই মনে হয়, মত কণিষ্ক ভট্টাচার্যর।

বিপাশা মুখার্জি জানান, আমার মেয়ে সাজগোজ বা 'বাইরের লুক' নিয়ে কোনদিনই সেভাবে ভাবত না। কিন্তু ক্লাস নাইন থেকে চারপাশের বন্ধুদের এই বিষয়ের মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা ওকে চিন্তিত করে। যেহেতু ও নিজে তেমন ভাবে সাজত পারে না ফলত বন্ধুদের 'বুলি'র শিকার হতো। সেখান থেকে জন্ম নেয় হীনমন্যতা। মনে ইচ্ছে থাকলেও এই 'তুলনার খেলা'য় মেতে অন্যদের সবসময়ে টেক্কা দিতে না পারায় ওর মনে জন্মাচ্ছে অশান্তি। শাশ্বতী মজুমদার যেমন বলেন এটা আসলে সভ্যতার সেই সংকট বেলা যখন চোখের সামনে আমরা সমস্যাটা দেখেও কাল ভেবে দেখব আজ থাক বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকে ঘুমের বড়ি জোগাড় করছি। আর পাশের ঘরে কিংবা ঠিক আমার আপনার পাশে শুয়ে থাকা বয়ঃসন্ধি হাতরে হাতরে খুঁজে যাচ্ছেক্ক ঘত্মটক্তঞ্চ এর বড়ি।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধের উপায়

শিক্ষকরা যা বলছেন

আত্মহত্যার আগে তাই আসে আত্মহত্যার ঝুঁকি। এক্ষেত্রে চৈতালি ভদ্র মনে করেন, শিক্ষক হিসেবে আগে বোঝাতে হবে এটা একটা ক্রাইম। নিজের জীবনকে শেষ করার কোন অধিকার নেই মানুষের। যার জন্য এখনও স্বেচ্ছা মৃত্যুর অধিকার নিয়েও লড়াই চলছে। প্রত্যহ পড়ার মধ্যে দিয়েই জীবনের পাঠও দেওয়া প্রয়োজন - শেখাতে হবে ধৈর্য এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষা। মানুষের দুই ধরণের পরিচয়ের কথা তিনি বলেন জন্মগত ও অর্জিত। দ্বিতীয় পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার জন্য তাদের উৎসাহ দিতে হবে। ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক উভয় স্বাধীনতাকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্জন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে অর্পিতা ভট্টাচার্য জানান - 'University Grants Commission (UGC)'র নির্দেশে বিগত চার বছর ধরে মেন্টরিং সেশনকে লাগু করা হয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। UGC গাইডলাইন দিয়েছে কীভাবে এবং কেমন ধরণের আলোচনা করা যেতে পারে। সেখানে কিন্তু এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে আটকানোর কথাও বলা হয়েছে। এই সেশনে বিভাগীয় মেন্টরের সঙ্গে আন্তরবিভাগীও মেন্টরও থাকেন। যাতে শিক্ষার্থীরা মন খুলে কথা বলতে পারে। আমাদের যেহেতু গার্লস কলেজ ফলে শিক্ষার্থীদের থেকে এই উদ্যোগের বিপুল সাড়া পাই আমরা। এই ধরণের সেশন তারা আরও চায়। এটা একটা ইতিবাচক দিক।

মনোবিদের পরামর্শ

মনোবিদ পাপড়ি চ্যাটার্জি আত্মহত্যার প্রবণতা প্রতিরোধে যে পরামর্শগুলি দিলেন ঃ

- সাধারণ বিষণ্ণতাকে সাধারণ অবস্থাতেই আমাদের বুঝে নিতে হবে। পরিবারের বড়দের - বাবা, মা, দাদা দিদি, শিক্ষশিক্ষিকা সকলকেই নজর দিতে হবে, বয়ঃসন্ধির ছেলে বা মেয়েটির আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে কি না। নোটিস করতে হবে, গায়ে না পড়ে খতিয়ে দেখতে হবে - কী হয়েছে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা একটু সহানুভূতি পেলে নিজেদের মেলে ধরতে পারে। কোথাও তাদের বোঝার অভাব হলেই তারা বিষণ্ণতা বোধে আক্রান্ত হয়, নিজের থেকে বলতে না পেরে। কিছু ছেলে, মেয়ে তো ইন্ট্রোভার্ট হয়ই। এই অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য, নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে না পারার জন্য বাড়িতে তাদের পিছিয়ে পড়া বলে ট্রিট করা হয়। এরাই গুরুত্ব পেলে, ধৈর্য ধরে তাদের সঙ্গে অনেকটা সময় ধরে কথা বললে, নিজেদের মেলে ধরতে পারে, নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে পারে।

- কখনও বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে, মেয়েদের নেতিবাচক কথা বলব না। মানে, তাদের পারফর্ম্যান্স, তাদের এবিলিটি, তাদের ব্যবহার সম্পর্কে - তোমার এরচেয়ে ভালো হবে না, তোমার জন্য লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছুই পারো না - এধরনের কথা একেবারেই বলা যায় না, এরা ভীষণ সেনসেটিভ হয়।

- এই বয়সে কমিউনিকেশন প্রব্লেম তৈরি হয়, অভিমানে অনেক কথা বলতে পারে না। নেতিবাচক কথা বললে, তারাই আরও পিছিয়ে যায়, যত পিছিয়ে যায়, তত হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়, তত বিষণ্ণতা চেপে ধরে। তাই ধৈর্য ধরে তাদের বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে।

- এই বয়সের ছেলে, মেয়েদের বুঝতে দিলে চলবে না, রাশটা অভিভাবকের হাতেই রয়েছে। খুব পোলায়েটলি, কাম অ্যান্ড কোয়াএটলি তাদের ডিল করতে হবে, দেখতে হবে বিষণ্ণতাটা যেন তাদের চেপে না ধরে। এবং তাদের হেরে যাওয়া শেখাতে হবে।

- মেয়েদের সঙ্গে কখনওই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক কথাবার্তা বলা যাবে না। অনেকে বলেন, আমার মেয়েকে, আমার ছেলের মতোই মানুষ করছি, কিন্তু যখন বাড়িতে যখন মেয়েটি বড় আর ছেলে ছোট, তখন কোনও কাজ সেই দিদিটির শরীর খারাপ থাকলেও ভাইটিকে করতে শেখানো হয় না। বা বোনকে কোনও কাজে সাহায্য করতে দাদাকে শেখানো হয় না। সব সময়েই আচরণে বুঝিয়ে দেওয়া হয় মেয়ে আর ছেলের মধ্যে কোথাও একটা পার্থক্য আছে। এটা কাম্য নয়। ওরা ভীষণ সেনসেটিভ, আগের থেকে অনেক সচেতন, এটা এই বয়সে খুবই সমস্যা তৈরি করে, আজীবন ছাপ রেখে দেয়।

- শিক্ষকশিক্ষিকাদের বলা হচ্ছে না যে, বকবেন না। কিন্তু মনে রাখতে হবে শাসন হবে বয়সোচিত। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে শাসন, বয়ঃসন্ধিকালে তা চলবে না। শিক্ষকশিক্ষিকাদের সঙ্গে যথোচিত, সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখেও বয়ঃসন্ধির ছাত্রছাত্রীদের সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে 'আল্লা' ছাড়া অন্য কেউ তাকে সরাতে পারবে না বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলের

এবার 'আল্লা' তাকে রক্ষা করতে পারবেন না বলে মন্তব্য কংগ্রেস উপসভাপতি রানা গোস্বামীর, লোকসভা নির্বাচনে বদলা নিতে প্রস্তুত ওয়াজেদ আলী চৌধুরী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ একে অপরকে বাক্যবান নিক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। তবে এরই মধ্যে বিরোধী পক্ষের দুই রাজনৈতিক দল এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেস এবার একে অপরকে আক্রমণ প্রত্যাক্রমন শুরু করেছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল বলেছেন 'আল্লা' ছাড়া অন্য কেউ তাকে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে সরাতে পারবেনা। এর জবাবে প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি রানা গোস্বামী বলেন আগামী নির্বাচনে 'আল্লা' ও বদরুদ্দিন আজমলকে রক্ষা করতে পারবেন না। গত লোকসভা নির্বাচনে আজমলের কাছে পরাস্ত হওয়া দলটির বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী এবারের বদলা নিতে উদ্যোগী হয়েছেন।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গঠন করা বিরোধী ঐক্যমঞ্চে স্থান না পেয়ে এক প্রকারে কোণঠাসা এআইইউডিএফ অবশেষে একাই নিজেদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দলের প্রধান বদরুদ্দিন আজমল ইতিমধ্যে রাজ্যে তিনটি লোকসভা কেন্দ্র জয়ী হওয়া নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন। বিশেষ করে করিমগঞ্জ, নগাঁও এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র দখলের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্র জোট গঠন হলে জয়ী হওয়া আসনের সংখ্যা তিন থেকে আরো বেশি হতো বলেও সাংসদ আজমল মন্তব্য করেছিলেন। অবশেষে মিত্র জোটের আশা ছেড়ে নিজেদের প্রস্তুতি নিজেরাই শুরু করেছে এআইইউডিএফ। দলটির স্পষ্ট মন্তব্য তিনটি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনটি কেন্দ্র দখল করা নিশ্চিত।

এই সংক্রান্তে ফের মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে তাকে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব। এটা শুধুমাত্র একজন করতে পারবেন। তিনি হলেন আল্লা। ফলে আল্লাহ অভিমানে তাকে অন্য কেউ ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে সরাতে পারবেন না বলে দৃঢ় সুরে ঘোষনা করেন সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল। তবে তার এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি রানা গোস্বামী। তিনি বলেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলকে 'আল্লা' ও রক্ষা করতে পারবেন না। এবার তার ঝাড়ফুঁক রাজনীতিও চলবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেসের উপসভাপতি।

একইভাবে এআইইউডিএফ সভাপতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। প্রসঙ্গত গত লোকসভা নির্বাচনে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে আজমলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। তবে আগামী নির্বাচনে দল যদি তাকে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয় তাহলে গতবারের 'রিটার্ন' তিনি এবার দিয়ে দেবেন বলে ঘোষণা করেন বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। তিনি বলেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভালো ফলাফল প্রদর্শন করবে। এমনকি এআইইউডিএফ দাবি করা করিমগঞ্জ, নগাঁও এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়লাভ করবে বলে ঘোষণা করেছেন বিধায়ক চৌধুরী।

চা বাগানে বাগানে ঘুরে পিকনিক করছে কংগ্রেস মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ১১ টি আসন নিশ্চিত, ১২ টি আসন দখলের চেষ্টা করা হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিশেষ করে উজান অসমের প্রতিটি জেলায় থাকা চা বাগান এলাকায় প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছে অসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। দলটির সভাপতি ভূপেন বরার নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি বৃহৎ প্রতিনিধি দল বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় সফর করে সেখানে জনসভার মাধ্যমে স্থানীয় সাধারণ জনতার মন জয় করার প্রয়াস করছে। তবে এটা কংগ্রেসের নিছক এক পিকনিক বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন জনশূন্য জনসভায় উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল চা বাগানে বাগানে ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু এসব করে কংগ্রেসের কোনো লাভ হবে না। কারণ আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১১ টি আসনে জয়ী হবে। তাছাড়া ১২ টি আসন দখল করার চেষ্টা করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গত বেশ কয়েকদিন ধরে সভাপতি ভূপেন বরার নেতৃত্বে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় সফর করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তবে প্রদেশ কংগ্রেসের এই পদক্ষেপকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সমালোচনা করে চলেছে রাজ্য বিজেপি। শাসক দলটির মন্ত্রী বিধায়কদের পাশাপাশি মুখপাত্ররা নিয়মিতভাবে সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে কংগ্রেসের চা বাগান সফর কার্যসূচির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা ছাড়াও চা বাগান এলাকায় কংগ্রেস শাসনকালে কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক অবদান না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করছেন। তাছাড়া বর্তমান রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে চা বাগান এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলে শাসক দলটির নেতারা দৃঢ় সুরে দাবি করে চলেছেন।

এই সংক্রান্তে ফের একবার মুখ খুললেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রায় ১০০ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যের চা বাগানে বাগানে ঘোরাফেরা করছেন। সেখানে কংগ্রেসের দ্বারা আযোজিত জনসভায় স্থানীয় এলাকার ১০০-১৫০ মানুষ উপস্থিত থাকছেন। এর সঙ্গে যদি কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলটিকে সংযোগ করা হয় তাহলে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২০০-২৫০ জন ব্যক্তি। তাছাড়া একটি বাগান থেকে কংগ্রেসের জনসভায় ১০০ জন সাধারণ জনতার সমাগম হওয়া স্বাভাবিক। কখনো একই এলাকার চারপাঁচটি বাগান থেকে এই ১০০ জন ব্যক্তি সেখানে জড়ো হচ্ছেন। এক্ষেত্রে তার কাছে ফটো ভিডিও রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন জনশূন্য জনসভার কথা বললে কংগ্রেস তাকে খারাপ পায়। তাই তিনি এক্ষেত্রে বিস্তারিত ভাবে বলতে চাইছেন না। তবে চা বাগান এলাকায় কংগ্রেস পিকনিক করে ঘোরাঘুরি করছে এটা নিশ্চিত বিষয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ১১ টি আসন জয় নিশ্চিত। তবে ১২ টি আসন দখলের প্রচেষ্টা করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

ভারত স্থায়ী সদস্য হলে গর্ববোধ করব ঃএর্দোয়ান

তুরস্ক ঃ ভারত যদি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়, তাহলে তুরস্ক গর্ববোধ করবে, জানিয়ে দিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ান।

জি২০ বৈঠকে যোগ দিতে এর্দোয়ান দিল্লি এসেছিলেন। রোববার তিনি সাংবাদিক সম্মেলনও করেন। সেখানে তাঁকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্য হওয়ার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে এর্দোয়ান বলেন, ''ভারতের মতো দেশ যদি নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হতে পারে, তাহলে আমি গর্ববোধ করব। আপনারা জানেন যে, বিশ্ব পাঁচটা দেশের তুলনায় অনেক বড় ও ব্যাপক।'' পাঁচ দেশ বলতে এর্দোয়ান এখানে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী দেশের কথা বলেছেন। জি২০ শীর্ষবৈঠকে এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনও জানিয়েছেন, জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য ভারতের দাবি তিনি সমর্থন করেন।

এর্দোয়ান বলেছেন, ''পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের বাইরে থাকা বাকি সব দেশ যাতে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হতে পারে, তার জন্য রোটেশন পদ্ধতি চালু করা উচিত। তাহলে সকলের সামনেই সুযোগ আসবে।''

তার ব্যাখ্যা, ''নিরাপত্তা পরিষদ মানে তো শুধু অ্যামেরিকা, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য নয়, তার বাইরের সব দেশকে গুরুত্ব দিতে হবে।''

এর্দোয়ান জানিয়েছেন, ''দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত হলো তুরস্কের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক সহযোগী। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে।'' জি২০ শীর্ষবৈঠকের সাইডলাইনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন এর্দোয়ান। তারপর তিনি জানিয়েছেন, আর্থিক ও অন্য ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরো বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।এছাড়া এর্দোয়ান জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস ও মিশরের প্রসিডেন্ট আলসিসির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন।

রানাঘাটের আইসতলা এলাকায় দফায় দফায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট। সাধারণ মানুষ ও পাওয়ার লুমের শ্রমিকরা নদিয়া রানাঘাটে অবিচ্ছন্ন পরিষেবার দাবিতে রানাঘাটকৃষ্ণনগর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। তীব্র যানজট

কলকাতা ঃ দিনের অধিকাংশ সময় থাকছে না বিদ্যুৎ পরিষেবা, নাভিশ্বাস উঠছে রানাঘাট রামনগর ১নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের। আবার বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ব্যাহত হচ্ছে পাওয়ার লুমের কাজকর্ম। সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দফতরকে বারংবার জানিয়েও সমস্যা মেটেনি। তাই বাধ্য হয়ে শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে রানাঘাটকৃষ্ণনগর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সামিল বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, রানাঘাট রামনগর এলাকার একটি ফিটার এতদিন যুক্ত ছিল রানাঘাটের সঙ্গে পরিবর্তে ওই এলাকার এলাকায় ফিডারটি আড়ংঘাটার সাথে যুক্ত হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রায়শই ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে এই অংশে বেশ কয়েকটি পাওয়ারলুম রয়েছে যাতে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষ রুটি রুজির ব্যবস্থা সেখানে। বর্তমানে এই ফিডারটি চেঞ্জ হওয়ার কারণে প্রায়শই বিদ্যুৎ থাকছে না, ওই এলাকাতে যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সুভাষপল্লী, আইশতলা, সহ কয়েক হাজার মানুষ। একদিকে প্রচন্ড গরম অন্যদিকে কারখানা চালাতে না পেরে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা । নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখতে হবে। দফায় দফায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে দিনের অধিকাংশ সময় পাওয়ারলুম বন্ধ থাকছে। পুজোর আগে কাজের চাপ থাকলেও, বিদ্যুতের কারণে তারা পাওয়ার লুমে কাজ করতে পারছেন না।সাথে ডেঙ্গীর মধ্যে প্রচন্ড গরমে রোগী থেকে বাচ্চা সকলেই নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাস্তা অবরোধের কারণে সড়কের তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বললেও বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করতে হবে, এমনই দাবিতে অবরোধকারীরা অনড়।

পুলিশি তৎপরতায় ডাকাতির আগেই ধৃত চার দুস্কৃতি

জয়নগর ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জয়নগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, খাকুরদহ প্রাথমিক স্কুলের সামনে বেশ কয়েকজন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। সূত্রের তথ্যের গুরুত্ব দিয়ে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ আসছে জানতে পেরে ঘটনাস্থলে থাকা দুস্কৃতীরা পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ চারজনকে ধরে ফেলে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ধারালো অস্ত্র ,দুটি লোহার রড ও একটি সাবল। ধৃতদের নাম তাপস নস্কর, শশধর নস্কর, আইসান মোল্লা এবং সালাম বৈদ্য । তাপস নস্কর ও শশধর নস্করের বাড়ি জয়নগর থানার হরিনারায়নপুর এলাকায় এবং আইসন মোল্লার বাড়ি হোগলা এলাকায়, সালাম বৈদ্য র বাড়ি দক্ষিণ বারাসত এলাকায়। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, খাকুরদহ বাজারে ডাকাতির উদ্দেশ্যেই তারা জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের সাথে আর কারা কারা ছিল এবং কোথায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা জড়ো হয়েছিল সেবা করে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের বারুইপুর আদালতে পাঠানো হয়।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র ডাকাতদের সঙ্গে করলেন গুলির লড়াই

নদিয়া ঃ ৫৪ বছর বয়সে শরীরের ১০২ কেজি ওজন নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র ডাকাতদের সঙ্গে করলেন গুলির লড়াই। নিজের জীবনকে বাজি রেখে ডাকাতদের গুলি করে মান বাঁচালেন পুলিশের। নদীয়ার রানাঘাটের সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় সুপার হিরো রানাঘাট থানার এসআই রতন কুমার রায়। গতকাল তার রিভলবারের গুলিতেই আহত হয় দুই ডাকাত। মুর্শিদাবাদের লালগোলার বাসিন্দা রতন কুমার ঘোষ। ২৭ বছর বয়সে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। প্রথমে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে অংশগ্রহণ করেন। এরপর নিজের কর্মদক্ষতা এবং কর্তব্যে অবিচল রেখে প্রমোশনের মধ্য দিয়ে এস আই হন তিনি। তার ২৭ বছরের চাকরি জীবনে অনেক ঘটনা সাক্ষী থাকলেও এইভাবে ডাকাত দলের সঙ্গে গুলির লড়াই আগে কখনো করেননি তিনি। গতকাল সোনার দোকান থেকে তার কাছেই প্রথম ফোনটা আসে। এরপর কিছুতেই সময় নষ্ট করতে চাননি তিনি। তিনজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গাড়িতে করে সোনার দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ততক্ষণে ডাকাত দলের কাছে খবর আছে বাইরে পুলিশ চলে এসেছে। এরপর তড়িঘড়ি তারা গুলি চালাতে চালাতে রাস্তা দিয়ে পালাতে থাকে। তখন বন্দুক হাতে কার্যত একাই ছিলেন এসআই রতন কুমার ঘোষ। জীবনের কথা একবারও মনে পড়েনি, পড়িনি তার সংসারের কথা। আটজন সশস্ত্র ডাকাত যখন উল্টো দিক থেকে ক্রমাগত গুলি চালাচ্ছে, তখন তার কাছে থাকা সেই সরকারি জং ধরা রিভলবার নিয়ে ছুটে চলেছেন ডাকাতের পিছু পিছু। উল্টো দিক থেকে এক সঙ্গে একাধিক রিভলবারের গুলি ছুটে আসছে। ক্ষান্ত হর্নি তিনি। নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তার রিভলবর্গের গুলিতেই নিশানা লাগিয়ে জখম করেন ২ ডাকাতকে। ততক্ষণে অবশ্য খবর পেয়ে আরো পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তার লড়াইয়ের সেই ছবি ভাইরাল হতেই প্রশংসায় করিয়েছেন ৫৪ বছর বয়সী মোটা শরীরের অধিকারী রতন কুমার ঘোষ। শোনা গেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় নিজেই তার এই সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। এ বিষয়ে এসআই রতন কুমার ঘোষ বলেন, যখন আমার কাছে খবরটা এসেছিল আমি তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলাম। নিজের জীবনের কথা তখন মনে ছিল না। একটাই কথাই মাথায় এসেছিল। পুলিশের কিছুতেই বদনাম হতে দেব না। পালানোর কোন প্রশ্নই ছিল না। পালাতে গেলে হয়তো একটা বুলেট আমার পিঠে এসে লাগতো। আমি দেখতেও পারতাম না কে আমাকে গুলি করলো। তাই লড়াই করে গেছিলাম।

কলেজ ক্যাম্পাসে চলছে মাদক সেবন মাদক সেবন করছেন তৃনমূলের ছাত্র পরিষদের সাধারন সম্পাদক,সেই নিয়ে চলছে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা

পূর্ব বর্ধমান ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্র করে জল্পনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে, পূর্ব বর্ধমান বর্ধমান জেলার দু'নম্বর ব্লকের অধীনে হাটগোবিন্দপুর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের এই ঘটনা। কার্যত এই ভাইরাল ভিডিওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের তৃনমূলের ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিতেশ শেঠ তিনি কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মাদকদ্রব্য সেবন করছেন। এই ভিডিও ভাইরালকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আমাদের চ্যানেল।যদিও এই বিষয়ে রাজ্য তৃনমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস জানান এখন কি সেবন করছেন সেটা দেখতে হবে আর যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তার সত্যতা যাচাই করতে হবে।কারন এখন বিরোধী রাজনৈতিক দলের যারা আছেন তারা কথায় কথায় আমাদের যারা তৃনমূল কংগ্রেস করেন ,যেহেতু যাদপপুরের ঘটনাটা ঘটেছে তার সঙ্গে তৃনমূল কংগ্রেসকে বদনাম করার জন্য অনেক মিথ্যা ভিডিও বাজারে ছেরে দিয়েছে। বর্ধমান যুব মোর্চার সাধারন সম্পাদক দেবজ্যোতি সিংহ রায় জানান আমরা দেখেছি তৃনমূলের জামানায় কলেজগুলোতে পঠনপাঠন তলানিতে ঠেকেছে।পঠনপাঠন নেই বললেই চলে ।

ড্যানিশ ফন্ট না থাকায় হইলুন্দের জার্সি বাজারে ছাড়তে দেরি

বার্লিন (ওয়েবডেস্ক) ঃ উচ্চতা সাড়ে ৬ ফুট ছুঁই ছুঁই, গতি প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভীতি ছড়ানোর মতো, গোল করা ও করানোর সামর্থ্য আর্লিং হলান্ডের সঙ্গে টেক্কা দিতে তাঁর মতোই স্ট্রাইকার খুঁজছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সেটাও হলান্ডের মতোই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কাউকে। ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষের হাবভাবে বোঝা যায়, পছন্দের সেই খেলোয়াড়কে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে তারা। তিনি রাসমুস হইলুন্দ। ২০ বছর বয়সী এই সেন্টার ফরোয়ার্ডকে ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তা থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে রেড ডেভিলরা। হলান্ডের মতো হইলুন্দও একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। ম্যানচেস্টার সিটির হলান্ড একজন নরওয়েজিয়ান আর তাদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হইলুন্দ হলেন ড্যানিশ।

সদ্য সমাপ্ত গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ইউনাইটেড যে কজন খেলোয়াড় কিনেছে, তাঁদের মধ্যে এই হইলুন্দই সবচেয়ে দামি (৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো)। আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে রেড ডেভিলদের হয়ে হইলুন্দের অভিষেকও হয়েছে অথচ এত দাম দিয়ে খেলোয়াড় কিনেও তাঁর জার্সি এখনো পর্যন্ত বাজারে আনতে পারছে না রেড ডেভিলরা। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইউনাইটেডের মেগাস্টোরে হইলুন্দের জার্সি কিনতে এসে তাই ফিরে যেতে হচ্ছে সমর্থকদের।

কেন হইলুন্দের জার্সি বিক্রি শুরু করতে দেরি করছে ইউনাইটেড? ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'ডেইলি মেইল' কারণ হিসেবে সামনে এনেছে দুটি বিষয়। প্রথমত, জার্সি নম্বর বাছাইয়ে দেরি এবং দ্বিতীয়ত, ড্যানিশ বর্ণমালা ফন্ট পেতে দেরি।

জাতীয় দল ডেনমার্কে ১১ ও ২১ নম্বর জার্সি পরে খেললেও ইউনাইটেড হইলুন্দকে ১৭ নম্বর জার্সি দিতে চেয়েছিল। ১৭ নম্বর জার্সি গায়ে আতালান্তাতেও তিনি খেলেছেন। তবে ইউনাইটেডে এই জার্সি পরতেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ফ্রেদ যিনি এবারের দলবদলেই তুর্কি ক্লাব ফেনেরবাচেতে যোগ দিয়েছেন। তবে ওল্ড ট্রাফোর্ড ছাড়ার প্রক্রিয়া শেষ করতে বেশ সময় লেগেছে ফ্রেদের। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, একজন খেলোয়াড় তাঁর দলবদলের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তাঁর নম্বরের জার্সি অন্য খেলোয়াড়কে দেওয়া যাবে না। সে কারণে ১৭ নম্বর জার্সিটা তখন হইলুন্দকে দিতে পারেনি ইউনাইটেড।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ার ফ্রেদ চলে যাওয়ার পর অবশ্য সুযোগ ছিল ১৭ নম্বর জার্সি পাওয়ার। তবে ১৭ নয় হইলুন্দকে শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ১১ নম্বর জার্সি। যেটা পরে খেলতেন ম্যাসন গ্রিনউড। সম্প্রতি গ্রিনউডও ইউনাইটেড ছেড়েছেন। ধারে খেলতে গেছেন স্প্যানিশ ক্লাব হেতাফেতে।

কিন্তু এতে শুধু নম্বর সংক্রান্ত জটিলতা কেটেছে নাম বসানো বাকিই ছিল। ইংরেজি বর্ণমালায় হইলুন্দ বানান এভাবে (Hojlund) লিখে বাজারে জার্সি ছেড়ে দিতে পারত ইউনাইটেডের বিপণন বিভাগ। কিন্তু খোদ হইলুন্দের চাওয়া জার্সিতে তাঁর নামের বানান মাতৃভাষা ড্যানিশ বর্ণমালায় এভাবে (H7jlund) লেখা হোক। তাতে জার্সি বিক্রির প্রক্রিয়া আরও বিলম্বিত হয়। কারণ, ইউনাইটেডের প্রিন্টারে ড্যানিশ ফন্ট ছিল না।

ক্লাবটির প্রিন্টিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা ড্যানিশ ফঃট পেয়েছে গত বৃহস্পতিবার। সেটা জার্সিতে বসিয়েও ফেলেছেন তাঁরা। ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই হইলুন্দের জার্সি বিক্রি শুরু হবে। ইউরো বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে গত এক সপ্তাহ ডেনমার্ক দলের সঙ্গে ছিলেন হইলুন্দ। এ মাসে বাছাইয়ে খেলা দুটি ম্যাচই জিতেছে ড্যানিশরা। সান মারিনো ও ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে বদলি হিসেবে খেলেছেন হইলুন্দ। সদ্য চোট কাটিয়ে ফেরার কারণে তাঁকে শুরু থেকে খেলানোর ঝুঁকি নেননি ডেনমার্ক কোচ ক্যাসপার হিউলমান্দ।

জাতীয় দলের দায়িত্ব শেষ হওয়ায় আজকালের মধ্যেই ম্যানচেস্টারে ফেরার কথা হইলুন্দের। তিনি ফিরলে তাঁর সই করা জার্সি আরও বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে ইউনাইটেড।

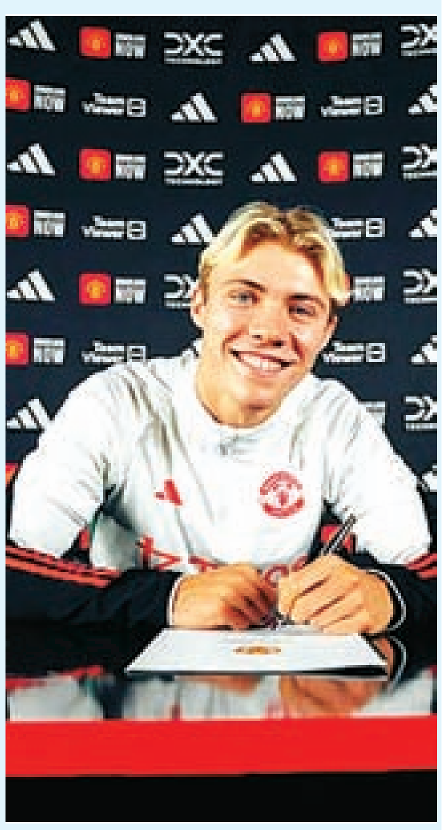

ওয়ানডেতে ১৩ হাজারে দ্রুততম কোহলি

কোলম্বো ঃ রেকর্ডটি যে বিরাট কোহলির হতে যাচ্ছে, সেটা অনুমেয় ছিল। হয়েছেও তাই। ইনিংসের হিসাবে ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম ১৩ হাজার রানের রেকর্ডের মালিক এখন এই ভারতীয় ব্যাটসম্যান।

শ্রীলঙ্কার প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ৪০তম ওভারে পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদির বল স্কয়ার লেগে ঠেলে দৌড়ে ২ রান নিয়েই পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডে ১৩ হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন কোহলি।

২৭৮ ওয়ানডে ম্যাচ খেলা কোহলি ২৬৭ ইনিংসে এই রেকর্ড গড়েন। আরেক ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার ১৩ হাজার রান করেছেন ৩২১ ইনিংসে। রিকি পন্টিং (৩৪২ ইনিংস), কুমার সাঙ্গাকারা (৩৬৩ ইনিংস) ও সনাৎ জয়সুরিয়াও (৪১৬ ইনিংস) ওয়ানডেতে ১৩ হাজারি ক্লাবের দেখা পেয়েছেন।

আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে কলম্বোর প্রেমাদাসায় আরও একটি রেকর্ড ছুঁয়েছেন কোহলি। একই ভেন্যুতে টানা চার সেঞ্চুরির রেকর্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার হাশিম আমলাকে স্পর্শ করেছেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে আজকের সেঞ্চুরিটি প্রেমাদাসার মাঠে কোহলির টানা চতুর্থ সেঞ্চুরি। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সেঞ্চুরিয়নে টানা চার সেঞ্চুরি করেছেন হাশিম আমলা। পাকিস্তানের লাহোরে জহির আব্বাসের তিনটি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় সাইদ আনোয়ার তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন। একই ভেন্যুতে হ্যাটট্রিক সেঞ্চুরি আছে জয়সুরিয়া (সিডনি), কুইন্টন ডি কক (সেঞ্চুরিয়ন) ও রোহিত শর্মার (বার্মিংহাম)।

আজকের সেঞ্চুরিটি কোহলি ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৪৭তম। পাকিস্তানের বিপক্ষে এটি কোহলির তৃতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে কোহলির ফিফটি আছে দুটি।

আবার খেলা শুরু, ওভার কমেনি

কোলম্বো ঃ আবার শুরু হয়েছে খেলা। এখনো ৫০ ওভারেরই ম্যাচ। ফলে পাকিস্তানের লক্ষ্যেও কোনো পরিবর্তন আসেনি।

আবারও বৃষ্টি এবং আবারও খেলা বন্ধ! কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বৃষ্টির এ খেলা শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। এশিয়া কাপ সুপার ফোরে ভারতপাকিস্তান ম্যাচটি গতকাল বৃষ্টির কারণে পণ্ড হওয়ায় আজ রিজার্ভ ডেতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

কিন্তু আজও বৃষ্টি হানা দেওয়ায় খেলা নির্ধারিত সময়ের ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট দেরিতে শুরু হয়। সে সময় কোনো ওভার না কাটা হয়নি। গতকাল থেমে যাওয়া ২৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৭ রান থেকে আজ ব্যাটিংয়ে নামে ভারত। বিরাট কোহলি (১২২) ও লোকেশ রাহুলের (১১১) সেঞ্চুরিতে ২ উইকেটে ৩৫৬ রান তোলে তারা।

পাকিস্তান তাড়া করতে নেমে ২৩ ওভার শেষে ৪ উইকেটে ৯৩ রান তোলে।

ভারতপাকিস্তানের খেলা হচ্ছে, কিন্তু গ্যালারি ফাঁকা। এমন দৃশ্য শেষ কবে দেখেছেন? সেটাও উপমহাদেশের মাটিতে। এবারের এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এর মধ্যেই দুবার মুখোমুখি হয়েছে।

কিন্তু শ্রীলঙ্কার পাল্লেকেলেতে লিগ পর্বের প্রথম ম্যাচের পর আজ কলম্বোতেও দুই দলের ম্যাচে গ্যালারি প্রায় ফাঁকা। কেন, সেই কারণ বলেছেন কিংবদন্তি শ্রীলঙ্কান স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন। আর সেটা বলতে গিয়েই মুরালি সমালোচনা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি)। মুরালিধরনের দাবি, অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করা শ্রীলঙ্কার জনগণের জন্য এশিয়া কাপের টিকিটের দাম স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। সে জন্য এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) দায় দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মুরালি বলেছেন, 'এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক যেহেতু পাকিস্তান, টিকিটের দামও পিসিবিই নির্ধারণ করেছে। শ্রীলঙ্কা এখন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এশিয়া কাপের টিকিটের দাম এই অবস্থায় অনেক বেশিই মনে হচ্ছে।'

পিসিবি অবশ্য দর্শকখরা দেখে ভারতপাকিস্তানের সুপার ফোরের ম্যাচের আগে টিকিটের দাম কিছুটা কমিয়েছে। কিন্তু সেটা যে কাজে দেয়নি, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুরালি, 'তাঁরা দাম শেষ মুহূর্তে কমিয়েছে। কিন্তু এভাবে তো হয় না। শ্রীলঙ্কান টাকাতে টিকিটের দাম ছয় হাজার থেকে শুরু। আপনি যদি গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড থেকে খেলা দেখতে চান, তাহলে ৪০ থেকে ৫০ হাজার শ্রীলঙ্কান রুপি খরচ করতে হবে। এটা তো একজন লোকের মাসের বেতনের সমান। এত টাকা খরচ করে শ্রীলঙ্কায় কেউ খেলা দেখবে বলে আমার মনে হয় না।'

শুধু মুরালিধরন নন, অনেক সাবেক ক্রিকেটারও ভারতপাকিস্তানের ম্যাচে ফাঁকা গ্যালারি দেখে অবাক হয়েছেন। টুইটারে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজ এ নিয়ে লিখেছেন, 'ভারতপাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের এমন অনাগ্রহ আগে কখনো দেখিনি।'

শুধু ভারতপাকিস্তান ম্যাচ নয়, ৯ সেপ্টেম্বর স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের ম্যাচেও গ্যালারি ছিল ফাঁকা। শ্রীলঙ্কা তাদের ঘরের মাঠে খেলছে, কিন্তু মাঠে দর্শক নেই। ভাবা যায়? মুরালিধরনেরও একই আক্ষেপ, 'শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কার খেলা হলে মাঠ সব সময় ভরা থাকে। কিন্তু এবার দর্শক আসতে চাইলেও পারছে না কারণ, টিকিটের দাম অনেক বেশি। শনিবার শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের খেলা হলো, শ্রীলঙ্কা ভালো করছে, তবু মাঠে দর্শক হয়নি।'

বৃষ্টিও মাঠে দর্শক না আসার আরেকটা কারণ হতে পারে। মুরালিধরন বলেছেন সেটাও, 'ভারতপাকিস্তানের লিগ পর্বের ম্যাচটা বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়। হয়তো বৃষ্টির কারণে দর্শকেরাও ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না।'

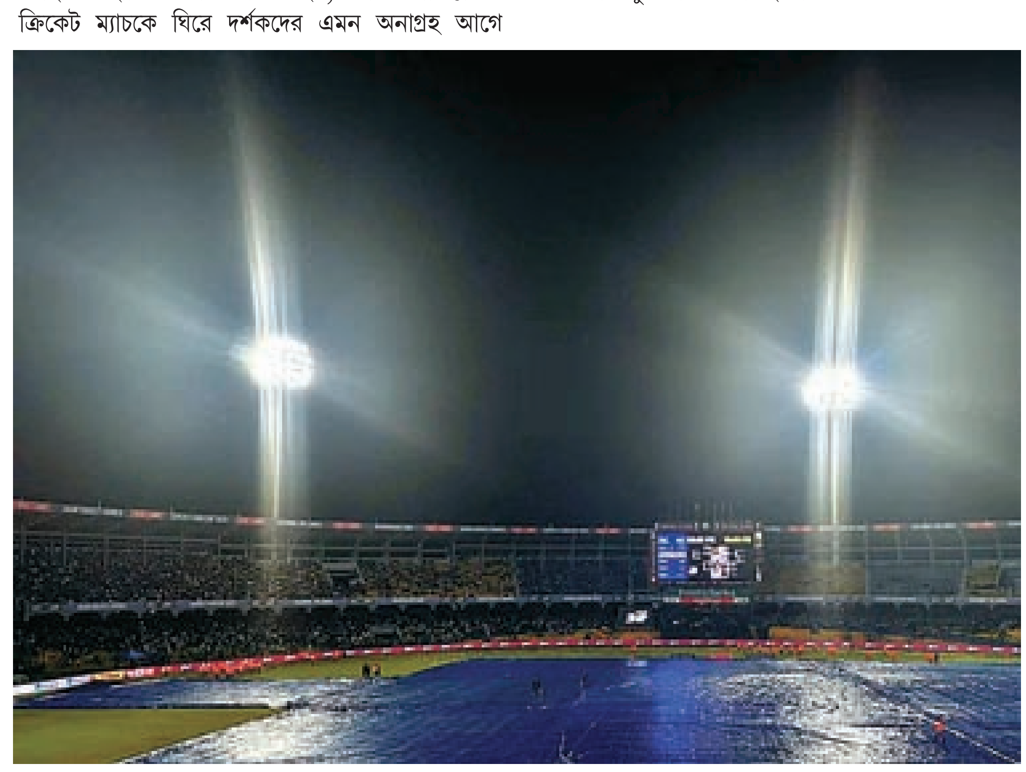

দুই দেশ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একে অপরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, ভিয়েতনাম সফরের শুরুতে বললেন বাইডেন

ভিয়েতনাম (ওয়েবডেস্ক)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রবিবার ভিয়েতনামে এক সংক্ষিপ্ত সফরের শুরুতে দেশটির নেতৃবৃন্দকে জানান, আগামী কয়েক দশক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে দুই দেশের সামনে।

বাইডেন বলেন, তার ২৪ ঘণ্টার সফরে তিনি আশা করছেন জলবায়ু, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনায় অগ্রগতি হবে।

বাইডেন ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব এনগুয়েন ফু ট্রংয়ের সঙ্গে দলটির সদর দপ্তরে বৈঠক করেন। এই বৈঠকের জনসম্মুখে প্রচারিত অংশে বাইডেন বলেন, আমার মতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

ট্রং একমত হন যে তাদের বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটানোর এক অসাধারণ সুযোগ। শিগগির ওয়াশিংটন সফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বাইডেনকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

ভিয়েতনাম একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত অংশীদারের মর্যাদা পেতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন করছে। বাইডেনের এক শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মতে এই উদ্যোগ ভিয়েতনামের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রকে অবস্থান দিয়েছে।

চীন ও রাশিয়াসহ অন্য কিছু দেশকে ভিয়েতনাম এ ধরনের সম্মান দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রকে একই অবস্থানে আনার অর্থ হচ্ছে ভিয়েতনাম এ ধরনের একটি অংশীদারিত্বের সুবিধা নিতে চাইছে, কারণ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ চীনা কারখানার বিকল্প খুঁজছে।

রবিবার দিনের শুরুতে বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান সহকারী উপদেষ্টা জন ফাইনার বলেন, এই অগ্রগামী মর্যাদা ভিয়েতনামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বাইডেনের সঙ্গে হ্যানয় অভিমুখী ফ্লাইটে উপস্থিত সংবাদদাতাদের উদ্দেশে ফাইনার বলেন, এটি স্পষ্ট হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা (এই মর্যাদা) শুধু বাকসর্বস্ব নয়। ভিয়েতনামের মতো প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এটা তাদের সমগ্র সরকার ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রের প্রতি একটি ইঙ্গিত, যে অপর একটি দেশের সঙ্গে সুগভীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় করা সম্ভব।

ফাইনার যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনামের পাঁচ দশক দীর্ঘ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসা এবং বাণিজ্যিক অংশীদারদের অন্যতম হয়ে ওঠা। এছাড়াও, দেশটি ওয়াশিংটনের সঙ্গে দক্ষিণ চীন সাগরের নিরাপত্তা নিয়ে একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এই সফরের মাধ্যমে এই সম্পর্ককে আমরা আরও গভীরে নিয়ে যাব, বলেন তিনি।

খার্তুমে ড্রোন হামলায় অন্তত ৪৩ জন নিহত, বললেন চিকিৎসকেরা

সুদান ঃ সুদানের সেনাবাহিনী এবং তাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী আধাসামরিক গোষ্ঠী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের মধ্যে দেশটির নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কর্মী এবং একটি মেডিকেল গ্রুপ জানিয়েছে, দেশটির রাজধানী খার্তুমের দক্ষিণে একটি খোলা বাজারে রবিবার এক ড্রোন হামলায় কমপক্ষে ৪৩ জন নিহত হয়েছে।

সুদান ডক্টরস ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেছে, খার্তুমের মে এলাকার আশেপাশে হামলায় আরও ৫৫ জনেরও বেশি আহত হয়েছে, যেখানে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি, যুদ্ধরত আধাসামরিক বাহিনী ব্যাপকভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল। আহতদের চিকিৎসার জন্য বাশাইর বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

মানবিক সহায়তা সংগঠিত করতে সাহায্যকারী একটি কর্মী গোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স কমিটি, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছে, যাতে দেখা যায় হাসপাতালের সামনে খোলা উঠানে সাদা চাদরে মোড়ানো মৃতদেহগুলো পড়ে আছে।

জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ বুরহানের নেতৃত্বে দেশটির সামরিক বাহিনী এবং জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বে আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের মধ্যে মুখোমুখি লড়াই শুরু হলে, এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে সহিংসতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সুদান।

আরএসএফ রবিবারের হামলার জন্য সামরিক বাহিনীর বিমান হামলাকে দায়ী করেছে, যদিও অবিলম্বে নিরপেক্ষভাবে দাবিটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, সামরিক বাহিনী আরএসএফের অভিযোগকে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর দাবি হিসাবে বর্ণনা করে, রবিবার বিকেলে বলেছে, তারা বেসামরিক লোকদের লক্ষ্যবস্তু করেনি।

সুদানের যুদ্ধে উভয় পক্ষের নির্বিচারে গোলাবর্ষণ এবং বিমান হামলা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়, সাম্প্রতিক সময়ে বৃহত্তর খার্তুম এলাকা একটি ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এরপর থেকে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে।

স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে, গত সপ্তাহান্তে উত্তর দারফুর প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী আল-ফাশারে আরএসএফ একটি সামরিক স্থাপনায় হামলা করলে, আবারও ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়।

সুদানে জাতিসংঘের মানবিক সমন্বয়কারী ক্লেমেন্টাইন এনকভেটা-সালামি আল-ফাশারের সংঘর্ষের বিষয়ে রবিবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক্স (পূর্বে টুইটার নামে পরিচিত)-এ লেখা এক বার্তায় জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা যুদ্ধরত দলগুলিকে লড়াই বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন যাতে করে মানবতাকর্মীরা সবচেয়ে বেশি অভাবীদের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্য, ওষুধ এবং আশ্রয় সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারে।

জাতিসংঘের অগাস্টের পরিসংখ্যান অনুসারে, যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৪,০০০ এর বেশি লোক নিহত হয়েছে। তবে, চিকিৎসক ও কর্মীরা বলছেন, প্রকৃত সংখ্যা প্রায় নিশ্চিতভাবেই আরও অনেক বেশি।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা অনুসারে, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যা এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে কমপক্ষে ৭১ লাখে পৌঁছেছে। গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান অনুসারে, আরও ১১ লাখ মানুষ প্রতিবেশী দেশগুলিতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে।

জাতিসংঘ এবং অধিকার গোষ্ঠীগুলি অনুসারে, চাদ প্রায় ৪৬৫,০০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, যদের বেশিরভাগই পশ্চিম দারফুর প্রদেশ থেকে এসেছে। যেখানে আরএসএফ এবং আরব মিলিশিয়ারা প্রাদেশিক রাজধানী জেনেনা এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে অ-আরব উপজাতিদের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ শুরু করেছিল।

টুকরো খবর

খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ শর্তসাপেক্ষে ৬ মাস বাড়ানো হবে ঃ আনিসুল হক

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, দুই শর্তে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ানোর পক্ষে মতামত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। রবিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। আনিসুল হক বলেন, বিদ্যমান শর্তে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ানোর জন্য আইন মন্ত্রণালয় মতামত দিয়েছে। ইতোমধ্যেই মন্ত্রণালয়ের মতামত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে, খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আট দফা বাড়ানো হবে।বর্তমান মেয়াদ শেষ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর। খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর অনুমতি চেয়ে বিএনপি যে আবেদন করেছে, সে বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, তাকে অনুমতি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং যদি কোনো আইনি সুযোগ থাকে তাহলে আমরা বিবেচনা করবো। উল্লেখ্য, করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মধ্যে সরকার ২০২০ সালের ২৫ মার্চ খালেদা জিয়াকে তার গুলশানের বাড়িতে থাকবেন এবং দেশ ছেড়ে যাবেন না এই দুই শর্তে তার সাজা স্থগিত করে একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সাময়িকভাবে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। এরপর থেকে, পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তার মুক্তির মেয়াদ প্রতি ছয় মাস পরপর বাড়ানো হয়েছে। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, নিম্ন আদালত তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়। এরপর, খালেদা জিয়াকে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। পরে, তিনি একই বছর আরেকটি দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন। ৭৮ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, হার্ট, চোখের সমস্যা ও কোভিড-পরবর্তী জটিলতাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন।

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ কৌশলগত সংলাপ ঃ সোমবার ঢাকা আসছেন স্যার ফিলিপ বার্টন

ঢাকাঃ যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি স্যার ফিলিপ বার্টন দুই দিনের সফরে সোমবার ঢাকায় আসছেন। পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি হলো এফসিডিও-এর সবচেয়ে সিনিয়র বেসামরিক কর্মকর্তা ও কূটনীতিক। এই সফরে স্যার ফিলিপ এর প্রধান লক্ষ্য হবে, পঞ্চম যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ কৌশলগত সংলাপ। এই সংলাপে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সভাপতিত্ব করবেন। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে দুই দেশের মধ্যে একটি আধুনিক অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ও নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার রয়েছে, সেই লক্ষ্যে এই কৌশলগত সংলাপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্য সরকারের মতে, এই সংলাপে, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব এবং রোহিঙ্গা সংকটসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় আলোচনা করা হবে।সেই সঙ্গে, এই সংলাপ, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কপ২৮ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের শক্তিশালী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রস্তাব তুলে ধরা হবে এই সংলাপে। ঢাকায় অবস্থান কালে পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি স্যার ফিলিপ বার্টন, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের সংগঠন, ব্যবসায়ী নেতা ও যুব প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে স্যার ফিলিপের এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর। এর আগে, তিনি ২০০৮ সালে এফসিও'র ডিরেক্টর সাউথ এশিয়া পদে থাকাকালে বাংলাদেশ সফর করেন।

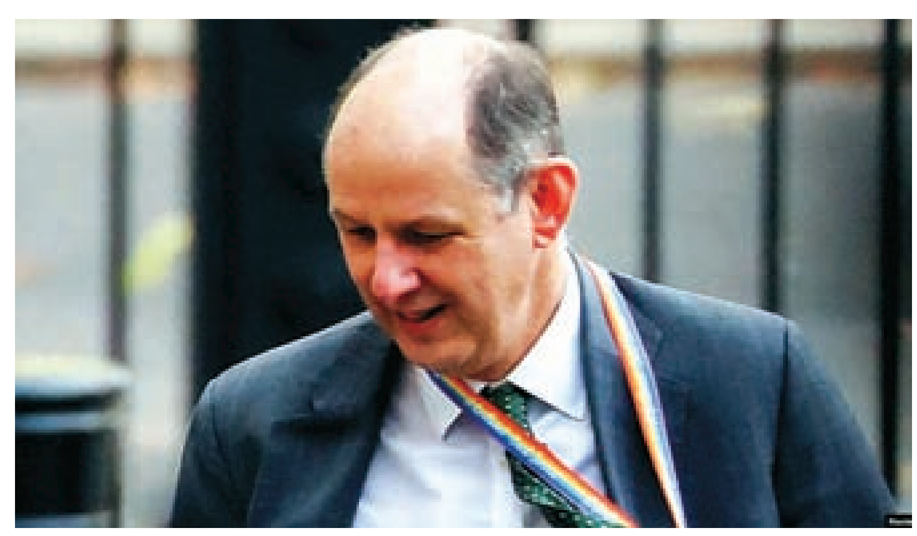

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
12-09-2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ছবিতে বর্ষায় হাওড়ের জীবনযাত্রা ও পর্যটন

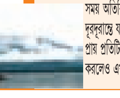

ঢাকা ঃ বর্ষায় টইটম্বুর হয়ে উঠে সুনামগঞ্জের হাওড়গুলো। ভারতের মেঘালয় থেকে আসা ঢলে ভেসে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। বদলে যায় হাওড়ের মানুষের জীবনযাত্রা। সম্প্রতি সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে হাউসবোটে করে ভ্রমণ। থাকা খাওয়া, রাত্রিযাপনসহ, সব ধরনের ব্যবস্থা থাকে এসব হাউস বোটে। হাউসবোট কেন্দ্রিক পর্যটনকে ঘিরে সুনামগঞ্জ এলাকায় বেড়েছে কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম। বর্ষায় হাওড় অঞ্চলের মানুষের আয়ের প্রধান উৎস মাছ ধরা। পানিতে তলিয়ে যাওয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় জাল ফেলে মাছ শিকার করেন জেলেরা। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও শুষ্ক মৌসুমে হাওড়ে ধান চাষের সময় অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহারের ফলে কমছে মাছের পরিমাণ। বর্ষা মৌসুমে হাওড়ে চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা। বড় নৌকায় করে দূরদূরান্তে যাতায়াত করেন হাওড় এলাকার লোকজন। তবে কাছাকাছি যেতে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অনেকে ছোট নৌকা ব্যবহার করেন। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই একটি ডিঙ্গি নৌকা থাকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য। হাওড় অঞ্চলে এক সময় বর্ষাকালে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করলেও এখন অনেকে সে পেশা থেকে সরে আসছেন। তার বদলে হাড়ের জলেতে ভাসমান খামার গড়ে তুলছেন অনেকে।

‘এই গ্রামের সবাই মৃত অথবা নিখোঁজ’

তাফেঘাঘত (এজেন্সী) ঃ মরক্কোর অ্যাটলাস পর্বতমালার তাফেঘাঘতে গ্রামের প্রথম যে বাসিন্দার সাথে আমাদের দেখা হয়, তিনি তাদের গ্রামের পরিস্থিতির একটা আনুমানিক ধারণা দিচ্ছিলেন আমাদের।

এই গ্রামের সব মানুষ হয় হাসপাতালে, আর না হয় মৃত।

ধুলো-পাথরের ধ্বংসস্তূপ পার করে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে আমরাও বুঝতে পারছিলাম কেন গ্রামের কেউই নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। ইট ও পাথরের তৈরি গ্রামের পুরনো ধাঁচের বাড়িগুলো কোনোভাবেই এই মাত্রার ভূমিকম্প সামাল দেয়ার মত ছিল না।

গ্রামের ২০০ জন বাসিন্দার মধ্যে ৯০ জনের মৃত্যুর খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আরও অনেকেই এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা হাসান আমাদের বলছিলেন, তারা (নিখোঁজরা) সরে যাওয়ার সুযোগ পায়নি।তাদের হাতে নিজেদের বাঁচানোর সময়ও ছিল না। হাসান বলছিলেন তার চাচা এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। তাকে সেখান থেকে বের করার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

গ্রামে কারো কাছে এই মাত্রার ধ্বংসস্তূপ খোড়ার যন্ত্রপাতি নেই। আর তিন দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞরাও এসে পৌঁছায়নি।

আল্লাহ আমাদের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছেন এবং আমরা সবকিছুর জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এখন আমাদের সরকারের সহায়তা দরকার। তারা মানুষকে সাহায্য করার বিষয়ে অনেক দেরি করে ফেলেছে, বলছিলেন তিনি। হাসান বলছিলেন যে মরক্কোর কর্তৃপক্ষের উচিৎ সব ধরণের আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি সন্দেহ পোষণ করেন যে নিজেদের অহঙ্কারের কারণে হয়তো তারা সেই সহায়তা নেবে না।

গ্রামের আরেক প্রান্তে গিয়ে আমরা দেখতে পাই বেশ কিছু মানুষ একজন ব্যক্তিকে সমবেদনা জানাচ্ছেন।

আমরা জানতে পারি যে ঐ ব্যক্তির নাম আব্দো রহমান। ভূমিকম্পে তার তিন ছেলে ও স্ত্রী মারা গেছে।

বালি-পাথরের একটি স্তূপের দিকে নির্দেশ করে তিনি বলছিলেন, আমাদের বাড়ি ছিল ওখানে। একসময় তার বাড়ি থাকলেও এখন সেখানে কোনো বাড়ির চিহ্নও নেই।

ঐ যে দেখুন সাদা কম্বল ও কিছু আসবাব এখনো দেখা যাচ্ছে। বাকি সব মাটির সাথে মিশে গেছে।

ভূমিকম্প শুরু হওয়ার পর আব্দো রহমান তিন কিলোমিটার দৌড়ে তার বাড়ির দিকে আসেন। ভূমিকম্পের সময় তিনি যেই পেট্রোল পাম্পে কাজ করেন, সেখানে দায়িত্বরত ছিলেন।

তার বাড়ির কাছে এসে চিৎকার করে তার ছেলেদের নাম ধরে ডাকাডাকি করেন মি. রহমান। তার মত আরো কয়েকজনও তখন তাদের পরিবারের সদস্যদের খুঁজছিলেন।

গতকাল আমরা তাদের কবর দিয়েছি, বলছিলেন আব্দো রহমান।

আমরা যখন তাদের মরদেহ খুঁজে পাই, তখন তারা সবাই একসাথে গুটিশুটি মেরে ছিল। তিন ছেলেই ঘুমাচ্ছিল। ঘুমের মধ্যেই তারা মারা যায়।

আরেকটু সামনে, গ্রামের সাথে লাগোয়া পাহাড়ি রাস্তার মোড়ে, একটি বড় তাঁবুতে বেশ কয়েকটি পরিবার একসাথে অপেক্ষা করছিল।

সবদিক থেকেই শোনা যাচ্ছিল অবিরাম কান্নার আওয়াজ।

কিছুক্ষণ আগেই ১০ বছর বয়সী শিশু খালিফার মরদেহ টেনে বের করা হয়েছে পাথরের স্তূপের নিচ থেকে। সেই মরদেহকে ঘিরে চলছিল আহাজারি।

মরক্কোর অ্যাটলাস পর্বতমালা অঞ্চলের একের পর এক গ্রামে ঠিক এই চিত্রই এখন দেখা যাচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী এই সম্প্রদায়গুলো সাধারণত আধুনিক পৃথিবী থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্নই থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু এখন অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি বাইরের সাহায্য প্রয়োজন তাদের।

ভূমিকম্পের সবশেষ পরিস্থিতি কী?

অ্যাটলাস পর্বতমালার মত মরক্কোর আরো অনেক অঞ্চলেই জরুরি সেবা পৌঁছাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে দেশটির কর্তৃপক্ষকে।

বিভিন্ন এলাকায় গ্রামবাসী হাত দিয়ে বা তাদের কাছে থাকা বেলচা, শাবল দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া মানুষ উদ্ধার করছেন।

আবার কিছুক্ষণ পর ঐ বেলচা আর শাবল দিয়েই মরদেহের জন্য কবরও খুঁড়তে হচ্ছে তাদের।

বিবিসিকে এরকম একটি গ্রামের একজন বাসিন্দা বলছিলেন, মানুষের কাছে আর কিছুই বাকি নেই। গ্রামে কোনো খাবার নেই, শিশুরা জলের পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ২ হাজার ১২২ জন মারা গেছে। আহত হয়েছে প্রায় আড়াই হাজারের মত মানুষ। মারাকেশ থেকে ৫৫ কিলোমিটারের দক্ষিণের পাহাড়ি শহর আমিজমিজের প্রায় পুরোটাই মাটির সাথে মিশে গেছে। স্থানীয় হাসপাতাল ভবনটিও এতটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যে সেটির ভেতরে কাউকে চিকিৎসা দেয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালের সামনের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে সেই তাঁবুর ভেতরেই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে মানুষকে।

শহরের কেন্দ্রে ঢালাওভাবে পাটি বিছিয়ে টানা তিনদির রাত কাটিয়েছে শত শত মানুষ। আবারো ভূমিকম্প হতে পারে, এমন আশঙ্কায় তিন রাত ধরে ঘরে থাকছেন না তারা।

এই শহরের মত আরো অনেক অঞ্চলেই প্রতিদিনই অগণিত কবর খুঁড়তে হচ্ছে গোরখোদকদের।

ভূমিকম্পের পর মরক্কোর বাদশাহ ষষ্ঠ মোহাম্মদ শনিবার দেশটিতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেন। সেনাবাহিনী যেন উদ্ধারকাজে এবং জরুরি সেবা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে, সেরকম নির্দেশও দেন তিনি।

কিন্তু এখনও দেশটির বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে অ্যাটলাস পর্বতমালা অঞ্চলের অনেক গ্রামে, জরুরি সেবা ও প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনযাপন করছেন সাধারণ মানুষ।

‘এক সেকেন্ডকেই যেন একটা মিনিট বলে মনে হচ্ছিল’

মরক্কো (এজেন্সী) ঃ মধ্য মরক্কোয় শুক্রবার রাতে যে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে, এই এলাকাতে এত শক্তিশালী ভূমিকম্প ১৯০০ সালের পর আর দেখা যায় নি।

এরইমধ্যে এতে মৃতের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরও প্রায় দুই হাজার মানুষ। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এদের মধ্যে ১৪০০ এর বেশি মানুষ মারাত্মকভাবে আহত।

যারা শারীরিকভাবে আহত হননি তারা এখনো ভয়ংকর মানসিক আঘাতের মধ্যে আছেন।

দেশটির সরকারি বার্তা সংস্থা এমএপি জানিয়েছে দেশটিতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার।

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল মারাকেশ শহর থেকে ৭১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এটলাস পর্বতমালা এলাকার ১৮ দশমিক ৫ কিলোমিটার গভীরে। ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের নিচে থাকা দুই টেকটোনিকে প্লেটের সংঘর্ষ থেকেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি।

মনে করা হচ্ছে এই অঞ্চলের ভূ-অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলে অ্যাটলাস পাহাড়ে যে ধাক্কা লাগছে তার সাথে এই ভূমিকম্পের সম্পর্ক আছে।

কিন্তু মরক্কো আসলে এরকম শক্তিশালী ভূকম্পন হবার জায়গা নয়।

এই অঞ্চল অত্যন্ত ধীরগতির (বছরে ৪ মিলিমিটার)। ভূতাত্ত্বিক ভাষায় এই ‘গাড়ি দুর্ঘটনার’ এলাকা থেকে বেশিরভাগ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলো হল ভূমধ্যসাগরের আরও পূর্বে ইতালি, গ্রীস থেকে তুরস্কের দিকে।

ইতিহাস বলছে, শুক্রবার রাতে ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল যে এলাকা, তার আশেপাশে ৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৯০০ সালের পর কখনোই ছয় মাত্রার উপরে ভূমিকম্প দেখা যায় নি। তাই এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপরিচিত থাকার একটা প্রভাব তো পড়েছেই। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকেরই ভূমিকম্পের কোন স্মৃতি আছে, ফলে সেরকম প্রস্তুতিও থাকার কথা না।

এছাড়া বেশিরভাগ ভূমিকম্প, যেগুলো রাতে আঘাত হানে, দেখা যায় সেগুলোতে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। কারণ মানুষ সাধারণত এই সময়টায় ধ্বসে পড়া ভবনের ভেতরে অবস্থান করে।

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে তাদের মডেল দিয়ে অনুমান করে যে এ ধরণের দুর্যোগে কি পরিমাণ হতাহত ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। আর তাদের মডেল বলছে মৃতের সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজারে গিয়ে ঠেকতে পারে।

ফলে মরক্কোয় ভূমিকম্পের পর বর্তমান হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে এবং ভূমিকম্পের দ্বিতীয় ধাক্কার সম্ভাবনাও আছে। হিসাব অনুযায়ী ধারণা করা হয় দ্বিতীয় ধাক্কা প্রধান ভূমিকম্পের চেয়ে ১ মাত্রা কম শক্তিশালী হয়ে থাকে।

কিন্তু এর চেয়েও ছোট কম্পনে এরইমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। ক্ষয়ক্ষতিটা সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ মেদিনার বিভিন্ন অংশে। এছাড়া পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ঐতিহাসিক কুতুবিয়া মসজিদের মিনারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া আরও বেশ কিছু শহর ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির শিকার। তবে অনেক দূরের যে অঞ্চল বিশেষ করে পাহাড়ি গ্রামের দিকে ক্ষয়ক্ষতিটা এখনো পরিষ্কার হওয়া যাচ্ছে না।

এক সেকেন্ডকেই যেন একটা মিনিট বলে মনে হচ্ছিল। এরপর মানুষের চিৎকার, সবাই বাড়ি ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসতে থাকে...খুবই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা ছিল, মারাকেশের বাসিন্দা মিনা মেতিওই বিবিসিকে বলছিলেন ভূমিকম্পের শব্দ ছিল ফাইটার জেটের মতো।

জাতিসংঘ বলছে ভূমিকম্পে মারাক্কেশের অন্তত ৩ লাখ লোক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। সংস্থাটি মরক্কো সরকারের সাথে মিলে উদ্ধার সহায়তা করার কথা জানিয়েছে।

উদ্ধারকাজ এখনো চলমান, কিন্তু ধ্বংসস্তুপের ভেতরে উদ্ধার কাজ চালাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে উদ্ধারকর্মীরা।

কর্তৃপক্ষ সবাইকে রক্তদানের আহবান জানিয়েছে। যাতে এগিয়ে এসেছে জাতীয় দলের ফুটবলাররাও।

আশরাফ হাকিমিও তার এক্স অ্যাকাউন্টে রক্তদানের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এমন পরিস্থিতিতে এখন রক্তদান সবচেয়ে জরুরী। সবারই দায়িত্ব রক্তদানে এগিয়ে এসে যত সম্ভব জীবন বাঁচানো। আপনার সাহায্য দরকার।

ভূমিকম্পের আতঙ্কে এখনো অসংখ্য মানুষ রাস্তায় থাকছেন। কিছু কিছু শহরে মৃদু ভূমিকম্পের খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

সর্বশেষ ২০০৪ সালে দেশটির উত্তর-পূর্বের আল হোসেইমা অঞ্চলে ভূমিকম্পে ৬২৮ জন মারা গিয়েছিল। কিন্তু এবারে ভূমিকম্পের যে কেন্দ্রস্থল অ্যাটলাস পর্বতমালার দিকে, ঐ অঞ্চলে এমন অনেক দুর্গম গ্রাম রয়েছে যেখানে পৌঁছানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। কাজেই এই ভূমিকম্পের আসল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কী, তা নিশ্চিতভাবে জানতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানের হিসেবে মরক্কো আফ্রিকা আর ইউরোপের মধ্যে রয়েছে। আফ্রিকা ও আরব বিশ্বের ওপর এই দেশটির প্রভাব রয়েছে।

আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল রয়েছে এই দেশটির সাথে। দেশটির মধ্যে রুক্ষ পাহাড়ও রয়েছে।

দেশটির মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং আয়তন প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এই দেশের সংস্কৃতিতে আরব, বেরবার, ইউরোপীয় ও আফ্রিকান প্রভাব রয়েছে।

পাল্টা আক্রমণ চালাতে ইউক্রেনের হাতে সময় আছে এক থেকে দেড় মাস : যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ শীত শুরু হওয়ার আগে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ৩০ দিনের কিছু বেশি সময় বাকি আছে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রধান।

বিবিসির সানডে উইথ লরা কুয়েনসবার্গ অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল মার্ক মিলে বলেছেন, শীত চলে এলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় ইউক্রেনের পক্ষে যুদ্ধে জেতা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

তিনি স্বীকার করেছেন, যে হারে আক্রমণ হওয়ার কথা তার চাইতে ধীর গতিতে হয়েছে। তবে তিনি এটাও বলেছেন ঃ এখনও প্রচণ্ড লড়াই চলছে। ইউক্রেনীয়রা এখনো ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

জেনারেল মিলে বলেছেন, পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে কিনা তা বলার সময় এখনো হয়নি। তবে ইউক্রেন, রাশিয়ার ফ্রন্ট লাইনের মধ্য দিয়ে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এখনও যথেষ্ট সময় আছে, হয়ত ৩০ থেকে ৪৫ দিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মতো অনুকূল আবহাওয়া থাকবে। তাই ইউক্রেনীয়দের লড়াই এখনও শেষ হয়নি।

তাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি... তারা লড়াইয়ের মাধ্যমে যা অর্জনের চেষ্টা করছে সেই লড়াই এখনও শেষ হয়নি।

এ বছরের গ্রীষ্মে কিয়েভের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ইউক্রেনের রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত করার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু লক্ষ্য অনুযায়ী এখনো সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে ইউক্রেনের জেনারেলরা দাবি করেছেন যে তারা দক্ষিণে রাশিয়ার শক্তিশালী প্রথম সারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমি এই যুদ্ধের একেবারে শুরুতে বলেছিলাম যে এই লড়াই দীর্ঘ সময়ব্যাপী, ধীর-স্থির, কঠিন এবং এতে অনেক হতাহতের হতে চলেছে, এবং এখন তাই হচ্ছে জেনারেল মিলে বলেছেন।

ওই সাক্ষাতকারে, যুক্তরাজ্যের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এডিএম স্যার টনি রাদাকিন বলেছেন, ইউক্রেন জিতছে আর রাশিয়া হেরে যাচ্ছে।

এর কারণ রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল ইউক্রেনকে পরাধীন করা এবং দেশটিকে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রাখা। সেটি ঘটেনি এবং সেটা কখনই ঘটবে না, এবং সে কারণেই ইউক্রেন জিতছে। তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন যে, ইউক্রেন তার ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছে, রাশিয়ার দখলকৃত অঞ্চলের ৫০ শতাংশ তারা পুনরুদ্ধার করেছে।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অর্থনৈতিক চাপ এবং কূটনৈতিক চাপ প্রযোগ করায় রাশিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কিয়েভে রোববার ভোরে রুশ ড্রোন হামলার পর বেশ কয়েকটি জেলায় ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে ওই হামলায় কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা দাবি করেছেন।

এর আগে রাজধানী কিয়েভে কমপক্ষে ১০টি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এ সময় বিমান হামলার সাইরেন বাজানো হয় যা বাসিন্দাদের নিরাপদে আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে। পরে অল ক্লিয়ার বা আতঙ্কের কিছু নেই এমন শব্দ বেজে ওঠে।

কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সেরহি পপকো বলেছেন, ধ্বংসাবশেষের কারণে একটি আবাসিক ভবনে আগুন ধরে যায়, তবে তা নিভিয়ে ফেলা হয়।

এর আগেও কিয়েভে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।

রোববার নগর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পডিলস্কি, সোভিয়াটোশিনস্কি এবং শেভচেনকিভস্কি - এই তিনটি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনটি জেলারই অবস্থান শহরের প্রাণকেন্দ্রের কাছাকাছি।

কিয়েভের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শহরটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া বেশিরভাগ রুশ ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

মি. পপকো বলেন, রোববার ইরানের তৈরি প্রায় ২০টি শাহেদ অ্যাটাক ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।

তারা বিভিন্ন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কিয়েভের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল বলে তিনি জানান।

বেশিরভাগ ধ্বংসাবশেষ খোলা প্রাঙ্গণে আছড়ে পড়েছিল, তবে কিছু গাড়ি এবং ট্রলি-বাসের তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিকে, রাশিয়া বলেছে যে তারা ক্রাইমিয়ান উপদ্বীপের কাছে, যা রুশ বাহিনী ২০১৪ সাল থেকে দখল করে আছে, সেখানে কৃষ্ণ সাগরের উপর দিয়ে ইউক্রেনের ছোড়া আটটি ড্রোন ধ্বংস করেছে।

ড্রোনকে মনুষ্যবিহীন এরিয়াল ভেহিকলও (ইউএভি) বলা হয়।

ইউক্রেন থেকে ছোড়া ড্রোন এর আগে মস্কোসহ রাশিয়ার অনেক ভেতরে গিয়ে পড়েছে এবং সম্প্রতি পেসকভের একটি সামরিক বিমানঘাঁটিতে অনেক বিমানের ওপরও আঘাত হেনেছে।

তবে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা সাধারণত এ ধরনের অভিযানে তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে না, আবার অস্বীকারও করেন না।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরও বলেছে যে, তাদের নৌ বিমান ক্রাইমিয়ার দিকে যাওয়া ইউক্রেনের তিনটি সামরিক স্পিডবোট ধ্বংস করেছে।

এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি নৌযানগুলোয় নৌ সেনারা ছিলেন। স্নেক আইল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব দিকে ওইসব নৌযানে আঘাত হানা হয়, তবে বিবিসি এই তথ্য যাচাই করতে পারেনি।

এর আগে, ইউক্রেনের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুস্তেম উমেরভ পশ্চিমা মিত্রদের যুদ্ধে জয়ী হতে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

এখন পর্যন্ত দেয়া সব ধরণের সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ... আমাদের আরও ভারী অস্ত্র দরকার, এবং সেগুলো এখনই দরকার। তিনি বলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন ইউক্রেনীয় যোদ্ধারা আজ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মূল মূল্যবোধের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করছে এবং তাদের এখন আপনাদের সহায়তা দরকার।